জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

প্রকাশক
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কপিরাইট : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১১
পুর্ণমুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১২

মুদ্রণ
প্রমা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৩৭/৩৮/০১ নবদ্বীপ বসাক লেন, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN 978-984-33-2937-0

(সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বা কোনো অংশ মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ, প্রকাশ, পুনঃপ্রকাশ বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডাকশন বাংলাদেশের বিদ্যমান কপিরাইট আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ ।)

www.pathagar.com

প্রাক-কথন

একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য পূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।

আওয়ামী লীগ আগামী প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রস্তুতি পূর্বেই গ্রহণ করেছিল।

আমাদের দেশের জনগণের ভাগ্যবিপর্যয়েরজন্য আমার ভীষণ দুঃখ ও কষ্ট হয়। স্বাধীনতার পর উনচল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও কোনো শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতার পরপরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত এ খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গণমুখী আধুনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে নৃশংসভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে অবৈধ ক্ষমতা দখলের পালা শুরু হয়। ফলে ড. কুদরাত এ খুদা প্রণীত শিক্ষানীতি আর বাস্তবায়িত হয়নি। বরং জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসে পুনরায় শিক্ষানীতি প্রণয়নে পদক্ষেপ নেয়। ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে 'শিক্ষানীতি-২০০০' প্রণীত হয়। কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তন হওয়ায় আবারও শিক্ষানীতি ফেলে দেওয়া হয় আস্তাকুঁড়ে। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে আমরা সরকারের দায়িত্ব নেবার পর নির্ধারিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে পূর্বে প্রণীত শিক্ষানীতিকে যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়। সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণে এই শিক্ষানীতি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

এভাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমরা একটি শিক্ষানীতি পেলাম। এই শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা জানি, যে কোনো বিষয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সঠিক নীতিমালা প্রয়োজন। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার-২০০৮ এ আমরা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, উদার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করার নীতি নির্ধারণ করি, কারণ উপযুক্ত দিক নির্দেশনা ও দিকদর্শন ছাড়া সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় না। তবে এখানে একটা কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কতকগুলো উপকমিটি গঠন করে, তার মধ্যে শিক্ষা উপকমিটিও রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা ও করণীয় সম্পর্কে দলের নীতি নির্ধারণ করা। যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এই উপকমিটিগুলো বিভিন্ন সময়ে সেমিনার করে আলোচনা করে এবং আমাদের দলের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী নীতিমালা কী হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাপত্র তৈরি করে। সংগঠন যখন ক্ষমতায় যাবে কীভাবে দেশ পরিচালনা করবে তার একটা প্রস্তুতি নেয়। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন এবং উপকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী। অনেকগুলো সেমিনার-সিম্পোজিয়াম তাঁরা করেছেন। কাজেই রাজনৈতিক দল হিসেবে জনসেবার যে প্রস্তুতি আওয়ামী লীগ নিয়েছে তারই ফসল এই শিক্ষানীতি। ১৯৯৬ ও ২০০৯ সালে যাঁরা কমিটির সদস্য ছিলেন তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত এ খুদা কমিটির অনেকেই আর ইহজগতে নেই। যাঁরা বেঁচে আছেন এবং যাঁরা নেই সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এতে মানুষের স্বভাবজাত অনুভূতিকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি পার্থিব জগতে জীবন জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিকারী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে যা কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত করবে। দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসম্পন্ন জ্ঞানলাভ করে বাংলাদেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করেই উদ্‌যাপন করে ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের মর্যাদা দিতে পারব।

এই নীতিমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রায় চার দশকেও কোনো শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলাদেশের চাহিদা অনুসারে শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, লক্ষ্য ও চেতনাকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর আমাদের সকল অর্জনই ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর পর ছয়টি শিক্ষানীতি/ প্রতিবেদন প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

১৯৯৬ সনে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী সরকার একটি শিক্ষানীতি (শিক্ষানীতি-২০০০) প্রণয়ন করলেও, ২০০১ সনে সরকার পরিবর্তনের ফলে বাস্তবায়নের পরিবর্তে তা বাতিল করে দেওয়া হয়।

২০০৯ সনের জানুয়ারি মাসে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন লাভ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের সরকার প্রতিষ্ঠার পর জাতির সামনে এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। দিন বদলের ইশতেহার, ভিশন-২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য, জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন এবং প্রত্যাশা এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে দেয়। দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই বর্তমান সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে আঠারো সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মাত্র চার মাসের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার পর তা চূড়ান্ত না করে ব্যাপক জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হলে সকল মহলের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা করে মতামত নেওয়া হয়। শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিক, আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করে খসড়া শিক্ষানীতিকে আরও সংশোধন সংযোজন করে চূড়ান্ত আকারে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ করে যাঁরা তাঁদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করার জন্য অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে দুটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন। (১) এটা কোনো দলীয় শিক্ষানীতি নয়– জনগণ তথা জাতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। (২) শিক্ষানীতি কোনো অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়, এর পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথ সব সময়ে উন্মুক্ত থাকবে। কোনো ভুল-ত্রুটি হলে তা সংশোধন করা যাবে। শিক্ষা একটি গতিশীল বিষয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সংগতি রেখে সবসময়েই এর পরিবর্তন বা আধুনিকীকরণ অব্যাহত থাকবে। বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ার মধ্যেই বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অব্যাহত উন্নয়ন ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতা শিক্ষানীতিকে অব্যাহতভাবে সমৃদ্ধ করবে।

শিক্ষানীতির মূলে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের রায় ও প্রত্যাশা এবং আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতিফলন এবং আমাদের সংবিধানের মূল দিকনির্দেশনা। সবরকম বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষানীতির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের সকল শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা একটি মৌলিক বিষয়। মানসম্মত আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করে আমাদের নতুন প্রজন্ম যাতে নিজেদের দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করে এবং তা প্রয়োগ করে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে আমাদের বিরাটসংখ্যক তরুণদের দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ার প্রধান শক্তি মানসম্মত দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। আধুনিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান করে নিয়েছে প্রযুক্তি। শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিশেষ করে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি আধুনিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সারা বিশ্বে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তা অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

একদিকে নিরক্ষরতার অবসান ঘটিয়ে যেমন সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের উচ্চশিক্ষার মান বিশ্বমানে উন্নীত করতে হবে। সাধারণ তরুণদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

মোট কথা সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা, কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা লাভ এবং তা আয়ত্ত ও প্রয়োগ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য কারিগরি পেশাগত জ্ঞান ও শিক্ষা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ অগ্রাধিকারের বিষয়। আমরা কোনো বিষয়কেই ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখতে পারি না। চ্যালেঞ্জ যত বড়ই হোক না কেন, আমাদের তা মোকাবেলা করতে হবে এবং সফল হতে হবে। আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষাই সর্বাধিক ফলপ্রসূ উপায়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাদান সবই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্ব পেতে হবে।

শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন তথা শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য দলমতনির্বিশেষে সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ জাগরণের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসই আমাদের জাতির জন্য এই সাফল্য এনে দিতে পারে।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন বর্তমান যুগের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের বিষয়। আমাদের সমাজের সকল স্তরের মানুষ ভবিষ্যৎ গঠনের এই মহৎ কাজে আন্তরিকভাবে শামিল হবেন– এই প্রত্যাশা নিয়ে এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। শিক্ষা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা ও বিনিয়োগ গুণগতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের জন্য বিনিয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষায় বিনিয়োগ আসলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ।

শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে আধুনিক মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মের নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, চরিত্র গঠন এবং জনগণ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। আমাদের জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা নতুন প্রজন্মকে সাহসী ও গৌরবান্বিত করে প্রকৃত শিক্ষায় দক্ষ, জ্ঞানী এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তাদেরকে উদ্যোগী, সৃজনশীল এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে সফল হতে হবে।

www.pathagar.com

আমাদের কোনো শিক্ষার্থীর জীবনকে একটি উদ্দেশ্যহীন পথে ঠেলে দিতে পারি না। কোনো ধরনের দক্ষতা, অন্তত: ন্যূনতম একটি পর্যায় পর্যন্ত মানসম্মত শিক্ষা লাভ না করে মাঝ পথে কোনো শিক্ষার্থীকে আমরা ঝরে পড়তে বা হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে কোনো না কোনো পর্যায়ে একটি স্বীকৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মনে রাখতে হবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের মূল্যবান সময়ের ব্যবহার যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমরা চাই না কোনো শিক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়ে শিক্ষাজীবন থেকে হারিয়ে যাক।

পরীক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান যাচাই বা শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে। এ জন্য ক্লাসরুমের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ সফল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের তথাকথিত নোট বই, প্রাইভেট টিউশনি প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত আপদ থেকে মুক্তি দিতে হবে। পরীক্ষা হবে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও স্বাভাবিক পরিবেশে, পরীক্ষাকে শিক্ষার্থীরা ভীতিকর মনে করবে না, বরং আনন্দময় উৎসব হিসেবে গ্রহণ করবে। পরীক্ষাকে পরীক্ষার্থীরা তার শিক্ষা জীবনের সার্থকতার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি হিসেবে আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে। সার্বিক শিক্ষা জীবনকেই আকর্ষণীয় নিরাপদ ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। এ রকম পরিবেশই আমাদের লক্ষ্য ও কাম্য।

জোরজবরদস্তি করে শিক্ষাদান নয়, শিশুদের শিক্ষার পরিবেশ, পাঠদান পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। আমাদের জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে তুলতে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, একই সংগে নৈতিক মূল্যবোধ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য।

শিক্ষানীতির মহৎ লক্ষ্য অর্জনে আমরা সকলের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অধ্যায় - ১		শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	১
অধ্যায় - ২	:	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	৩
অধ্যায় - ৩		বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	১০
অধ্যায় - ৪		মাধ্যমিক শিক্ষা	১২
অধ্যায় - ৫	:	বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা	১৫
অধ্যায় - ৬	:	মাদরাসা শিক্ষা	১৮
অধ্যায় - ৭	:	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	২০
অধ্যায় - ৮	:	উচ্চশিক্ষা	২২
অধ্যায় - ৯	:	প্রকৌশল শিক্ষা	২৫
অধ্যায় - ১০	:	চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা	২৭
অধ্যায় - ১১	:	বিজ্ঞান শিক্ষা	২৯
অধ্যায় - ১২	:	তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা	৩১
অধ্যায় -১৩	:	ব্যবসায় শিক্ষা	৩৩
অধ্যায় - ১৪	:	কৃষিশিক্ষা	৩৫
অধ্যায় - ১৫	:	আইন শিক্ষা	৩৭
অধ্যায় - ১৬	:	নারীশিক্ষা	৩৯
অধ্যায় - ১৭	:	কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা	৪১
অধ্যায় - ১৮	:	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী	৪২
অধ্যায় - ১৯	:	ক্রীড়াশিক্ষা	৪৬
অধ্যায় - ২০	:	গ্রন্থাগার	৪৮
অধ্যায় - ২১	:	পরীক্ষা ও মূল্যায়ন	৫০
অধ্যায় - ২২	:	শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা	৫৩
অধ্যায় - ২৩		শিক্ষার্থী ভর্তি	৫৫
অধ্যায় - ২৪	:	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৫৬
অধ্যায় - ২৫	:	শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব	৫৮
অধ্যায় - ২৬	:	শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক	৬০
অধ্যায় - ২৭	:	শিক্ষা প্রশাসন	৬২
অধ্যায় - ২৮	:	শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ	৬৮
সংযোজনী -১	:	বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান	৭০
সংযোজনী -২	:	জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি	৭১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ (সংযোজনী-১) বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন : ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎজীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

www.pathagar.com

১১. বিশ্বপরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেলক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭. বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০. মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

www.pathagar.com

২ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে :

- শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন।
- অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

কৌশল

১. অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষাউপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

২. শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণিকক্ষ বৃদ্ধি করা হবে। তবে সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞানসহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষাপ্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। একাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে

www.pathagar.com

পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয় ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক-স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।
- কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।
- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
- শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।
- সবধরণের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কৌশল

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ সংবিধানে বিধৃত আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক

www.pathagar.com

শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করে করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়ন

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
- প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।

প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

বিভিন্ন ধারার সমন্বয়

২. একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা– যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সব ধরনের মাদরাসার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমতিসাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।

৩. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সব ধরনের মাদরাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষাকর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৪. বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সাধারণ, কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম ও সবধরনের মাদরাসাসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিয়মনীতি মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

৫. প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ

www.pathagar.com

কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করবে। সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও মূল্যায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি-সহজপাঠ ও অনুশীলন পুস্তকভিত্তিক হবে। মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ওপরের শ্রেণিসমূহে প্রয়োজনানুসারে জোরদার করা হবে। প্রথম শ্রেণি থেকে সহশিক্ষাক্রম বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী প্রাক- বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা কোনো কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

ভর্তির বয়স

৬. বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।

৭. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ

৮. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলে সেদিকে নজর দেওয়া হবে এবং শিক্ষাপদ্ধতি হবে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক, পঠনে আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক।

৯. সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

শিক্ষা-সামগ্রী

১০. প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলির ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম-কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য পৃথক বিষয়-ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণিগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষা-সামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক পঠনসামগ্রী এবং অনুশীলন পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও অনুশীলন সংবলিত পুস্তক) প্রণয়ন করবে। সকল পাঠ্যপুস্তক সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত, আকর্ষণীয় এবং নির্ভুল করা হবে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে।

ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান

১১. দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে।

১২. স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।

১৩. দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।

১৪. পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

১৫. হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকার বিদ্যালয়ে সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

১৬. মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।

১৭. বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণি শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরি। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন অষ্টম শ্রেণি শেষ করে সেই লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

আদিবাসী শিশু

১৮. আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।

১৯. আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

২০. আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার দিকেও নজর দেওয়া হবে।

প্রতিবন্ধী শিশু

২১. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীবান্ধব সুযোগ-সুবিধা, যেমন– শৌচাগার ব্যবহারসহ চলাফেরা করা ও অন্যান্য সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

২২. প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনা করা হবে।

২৩. প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু

২৪. এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভিন্ন ধরনের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রকট বৈষম্য

২৫. এই বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হবে। সেই লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এলাকাসমূহে অবস্থিত স্কুলসহ গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহকে পরিকল্পিত কর্মসূচির ভিত্তিতে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে, যাতে কয়েক বছরের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

www.pathagar.com

শিক্ষণ পদ্ধতি

২৬. শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে একককভাবে বা দলগতভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা উৎসাহিত করা হবে এবং সেজন্য সহায়তা দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

২৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণিতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণি শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণি শেষে আপাতত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি এবং তাতে জনসম্পৃক্ততা

২৮. বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে নির্বাচিত ও পদাধিকারবলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য সংবলিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দেওয়া হবে। তবে পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

২৯. সক্রিয় অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে অভিভাবকদেরকে বিদ্যালয় এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে আরো উৎসাহী করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি

৩০. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাশ এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। তবে নিচের শ্রেণিতে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে এ সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সি.ইন.এড/বি.এড অর্জন করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে সি.ইন.এড বা বি.এড (প্রাইমারি) ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল যথোপোযুক্ত বিন্যাস করে (যথা– সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে; পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে।

৩১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রয়োজনবোধে ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। দেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়ান হবে।

৩২. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক বলে উচ্চতর ডিগ্রিধারী এবং প্রশিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সরাসরি নিয়োগ এবং দ্রুত পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে পদ উন্নীত (আপগ্রেইডিং) করা হবে। তবে এর জন্য যথাযথ বিধি-বিধান তৈরি করা হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষক নির্বাচন

৩৩. সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদরাসাসমূহের জন্য মেধাভিত্তিক ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে। এই নির্বাচন উপজেলা বা জেলা ভিত্তিক হবে। কমিশন দ্বারা নির্বাচিতদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেবে। বিদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেক বছর কতজন শিক্ষক প্রয়োজন তা উপজেলা/থানা ভিত্তিক সমন্বয় করে কমিশনকে জানাবে– আর এই ভিত্তিতে এক বছরের জন্য বিষয়ওয়ারি শিক্ষক নির্বাচনের উপজেলা/থানাভিত্তিক লক্ষ্য স্থির করা হবে। এই কমিশনকে মাধ্যমিক ও বেসরকারি (সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত) ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ

৩৪. বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মূলত প্রধান শিক্ষকের ওপর; তাই এই দায়িত্ব দক্ষতার সাথে যাতে প্রধান শিক্ষকগণ পালন করতে পারেন সেজন্য তাঁদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বহিঃতত্ত্বাবধানের ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা আবশ্যক। একাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে (যেমন– এটিপিও) বাস্তবসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে যাতে তাঁরা তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন।

অন্যান্য

৩৫. প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়ান হবে। কোন গ্রামে বিদ্যালয় নেই বা কোন গ্রামে আরো বিদ্যালয় প্রয়োজন তা জরিপের মাধ্যমে স্থির করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হবে।

৩৬. ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে যেন তা কার্যকরভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে: পিটিআইগুলোর অ্যাকাডেমিক স্টাফদের এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম তৈরি ও অনুমোদন, প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিপ্লোমা প্রদান করা, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, কর্মশালা, সম্মেলন পরিচালনা ইত্যাদি।

৩৭. সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

৩৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আচরণিক সচেতনতা (যেমন– নখ কাটা, হাত ধোয়া, দাঁত পরিষ্কার করা ইত্যাদি) সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

www.pathagar.com

৩ বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলা। বিশাল নিরক্ষর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে পনের বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৯, অর্থাৎ পনের বছরের বেশি বয়সীদের শতকরা ৫১ ভাগ এখনও নিরক্ষর। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা ও অনমনীয়তা এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের কারণে দেশে বিরাজমান নিরক্ষরতা ব্যাপক। নানা কারণে অনেক ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না বা ভর্তি হয়েও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে না। নিরক্ষরতা সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষা-বিষয়কে ভিত্তি করে বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কার্যকর গণশিক্ষার বিস্তার তাই জরুরি।

বয়স্ক শিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সাক্ষর, লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলির চেতনায় উদ্দীপ্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন এবং পেশাগত দক্ষতায় উন্নত করে তোলা । প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত এবং প্রাপ্তবয়স্ক সকলকে সাক্ষর করে না তোলা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এবং যারা ঝরে পড়ে এই ব্যবস্থায় তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী যোগ্যতাসম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় উপযুক্ত শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে।

কৌশল

বয়স্ক শিক্ষা

১. বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সাক্ষরতা শিক্ষা, মানবিক গুণাবলির বিকাশ, সচেতনতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।

২. দেশের সকল নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তবে নিরক্ষরদের মধ্যে যাদের বয়স পনের থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর এক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পাবে।

৩. বয়স্ক শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স ব্যতিত অন্যান্য কোর্সের সময়সীমা, বিষয়বস্তু, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি, শিক্ষকের যোগ্যতা ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়া, স্থানীয় ও প্রবাসী জনমানুষের চাহিদা, সম্পদের প্রাপ্যতা ও পেশাগোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হবে। জাতীয় গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম-বিষয়ক কমিটি প্রয়োজনে শিক্ষার অন্যান্য ধারার যেমন– বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয় রেখে এবং বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের বিষয়টি বিবেচনা করে উপযুক্ত বিষয়াদির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে।

www.pathagar.com

৪. অর্জিত শিক্ষা ও দক্ষতাকে অটুট রাখার জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। গ্রামে পাঠ-অনুশীলন-চক্র ও গ্রামশিক্ষা-মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৫. সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটিয়ে যথাসম্ভব কম সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষতা দূর করার চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন ধরনের বাস্তব উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে এবং মূল্যায়ন সাপেক্ষে যে উদ্যোগ বিশেষভাবে কার্যকর প্রতীয়মান হবে সেটিকে জোরদার করার লক্ষ্যে সহায়তা দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি **মূল্যায়ন কমিটি** গঠন করা হবে।

৬. স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে ছুটির সময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে দেশে বিভিন্ন মহল কর্তৃক পরিচালিত/উদ্ভাবিত বয়স্ক শিক্ষাদান পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৭. সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনায় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

৮. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

৯. প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ প্রণীত হবে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণে জাতীয় চাহিদার প্রতিফলন থাকবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় এমন উপকরণ দ্বারাই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম বিষয়ক একটি টেকনিক্যাল কমিটি বিভিন্ন উপকরণ পর্যালোচনা করে মানসম্মত উপকরণাদির অনুমোদন দেবে।

১০. বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হবে। দেশের অনগ্রসর এলাকা এবং অতিবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই শিক্ষাক্রমের আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে।

১১. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষ করা হবে।

গণশিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মোদ্যোগের সমন্বয়

১২. গণশিক্ষার ক্ষেত্রে সকল কর্মোদ্যোগের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩. গণশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা সমন্বিত করা হবে।

গণশিক্ষা সংক্রান্ত আইন

১৪. গণশিক্ষা প্রসারের জন্য যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনে যথাযথ আইনগত কাঠামো প্রবর্তন করা হবে।

জাতীয় জাগরণ ও স্বেচ্ছাসেবক

১৫. সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামগ্রিকভাবে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করা হবে। সকল শিক্ষিত মানুষকে এ কাজে কিছু না কিছু অবদান রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৬. সাক্ষরতা আন্দোলন সফল করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হবে।

১৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হবে।

www.pathagar.com

৪ মাধ্যমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।
- কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।
- মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত শক্ত হবে।
- বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্যও যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
- নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

কৌশল

শিক্ষার মাধ্যম

১. এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশিদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

২. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা থাকবে– সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাধারা এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা– বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রত্যেক ধারায় এসকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সেই ধারা-সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে।

৩. ধারা-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধারার শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জনের প্রয়োজন-ভিত্তিক বিন্যাস এবং সেই অনুসারে স্ব স্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করা হবে।

www.pathagar.com

৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।

৫. মাধ্যমিক স্তরে মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহ ব্যতীত সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ ধারার বিশেষ বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ।

অবকাঠামো এবং শিক্ষক ও স্টাফ

৬. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি সংযোজন করা হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণি খোলার ব্যবস্থা করা হবে। এই লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণিকক্ষ ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ও শিক্ষা-সরঞ্জাম বৃদ্ধি করা হবে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শ্রেণিসমূহে পাঠদানের জন্য ইংরেজিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়নে অর্থের জোগানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৭. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে। গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

৮. বিজ্ঞান-শিক্ষাদানকারী প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি-সংবলিত বিজ্ঞানাগার থাকতে হবে এবং এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর অঞ্চল

৯. বিভিন্ন কারণে সংকুচিত সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সম-সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহের অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়ন

১০. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষা শাখার বিষয়সমূহ (যেমন– অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষা), কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি কম্পিউটার এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সরকারি সহায়তা (যেমন– শিক্ষকের বেতন-ভাতা, বিজ্ঞানশিক্ষার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত

১১. শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১ : ৩০-এ উন্নীত করা হবে।

শিক্ষক-নিয়োগ

১২. সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত বেসরকারি **শিক্ষক নির্বাচন কমিশন** প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে

www.pathagar.com

এবং তাঁদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে (বিস্তারিত অধ্যায়-২৭)।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ

১৩. সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কাজে যোগদানের আগে মৌলিক শিক্ষকতা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শূন্যপদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থী-মূল্যায়ন

১৪. দশম শ্রেণি শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণির শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে। (বিস্তারিত অধ্যায় -২১) ।

পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

১৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিকভাবে নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে ।

অন্যান্য

১৬. সকল ক্যাডেট কলেজ মৌলিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ এবং সাধারণ ধারায় পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে।

১৭. 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যেহেতু বিদেশি ধারায় হয় সেহেতু 'ও' এবং 'এ' লেভেলকে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে। সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। তবে উভয়ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ দুইটি বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে 'ও'লেভেল উত্তীর্ণকে এস. এস. সি এবং 'এ' লেভেল উত্তীর্ণকে এইচ. এস. সি-র সমমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

১৮. সংস্কৃত ও পালি বিষয়ে প্রচলিত আদ্য, মধ্য ও উপাধি কোর্সটি প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ অব্যাহত থাকবে। এ ক্ষেত্রে সব ধারার জন্য অভিন্ন বিষয় বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তির সাথে ধারা সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক বিষয় সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি আধুনিক শিক্ষা কোর্স প্রচলন করা হবে।

১৯. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশের আলোকে সনাতন পদ্ধতির সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার সার্টিফিকেট / উপাধির সমতাবিধান করা হবে।

www.pathagar.com

৫ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নকৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম-প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগসৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে গ্রামে কৃষি থেকে শুরু করে যান্ত্রিক নৌকা, যন্ত্রচালিত আখ মাড়াইয়ের মেশিন, রাইস মিল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন, পাওয়ার লুম, যন্ত্রচালিত তাঁত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। এগুলোর উন্নতি ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি (ICT)-র সংযোজন ঘটাতে হবে। দেশের প্রয়োজন ছাড়াও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে। কাজেই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় অনেক বৃদ্ধি সম্ভব। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগসৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

কৌশল

১. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।

২. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর যারা কোনো মূল ধারায় পড়বে না তারা ছয় মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় দক্ষতামান-১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি সমাপ্ত করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

www.pathagar.com

৪. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর শিল্প-কারখানা এবং উপজেলা ও জেলাপর্যায়ে স্থাপিত সরকারি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বা বেসরকারি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দেওয়া ১, ২ ও ৪ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েও যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৫. এস.এস.সি.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবং জাতীয় দক্ষতামান-৪ এর সনদধারীরা ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ডিপ্লোমা / বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (একাদশ-দ্বাদশ) / ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স (একাদশ-দ্বাদশ) / সমমানের কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৬. কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা যাচাই করে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ১২।

৮. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল শিক্ষাক্রমে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯. ১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশি আইনকে যুগোপযোগী করে দেশে ব্যাপকভিত্তিতে শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেনটিসশিপ) কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হবে।

১০. প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

১১. সর্বস্তরের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিটিসি-র আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে।

১২. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরনের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

১৪. মাধ্যমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান ও জনবলের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

১৭. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

www.pathagar.com

১৮. নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। তবে এগুলোতে অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বল্প ব্যয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে।

১৯. প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে নির্ধারিত পাঠদান সময় মানসম্মত পর্যায়ে বজায় রেখে এ ব্যবস্থা করা হবে।

২০. বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের স্থানোপযোগী বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে।

২১. যারা অষ্টম শ্রেণি বা মাধ্যমিক পর্যায়ের যে কোনো শ্রেণির পরবর্তী পর্যায়ে যে কোনো (আর্থিক, পারিপার্শ্বিক) কারণে পড়বে না তাদেরকে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং তারা যাতে তাদের নির্বাচিত কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাস্বরূপ উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তিসঙ্গত স্বল্প সময়ের মধ্যে এরকম শিক্ষার্থীদের অধিকাংশকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা হবে।

২২. বেসরকারি খাতে মানসম্পন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে এবং এমপিওভুক্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

২৩. যে সকল দেশে আমাদের দেশের মানুষ কাজ করতে যায় সে সকল দেশের শ্রম বাজার বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং ঐ সকল দেশের ভাষার ন্যূনতম জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

২৪. দেশ-বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের সকল কারিকুলাম নিয়মিতভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হবে।

২৫. ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

৬ মাদরাসা শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মাদরাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জীবনধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও তার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যেন সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেজন্য মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ করে তোলা।
- দ্বিন ও ইসলামের ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনুকরণীয় চরিত্র গঠন এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা ও ধর্ম অনুমোদিত পথে জীবন-যাপনের জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা ।
- শিক্ষার্থীরা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভালো করে জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।
- শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা।

কৌশল

১. বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

২. বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ি পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, ফাজিল দুই বছর ও কামিল দুই বছর মেয়াদি ব্যবস্থা রূপে প্রচলিত আছে। সব ধরনের মাদরাসার পুনর্বিন্যাস করে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমতা রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ি আট বছর, দাখিল দুই এবং আলিম দুই বছর করা হবে। সাধারণ ধারায় উচ্চশিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ফাজিল অনার্স এবং এক বছর মেয়াদি কামিল কোর্স চালু করা হবে। তবে যতদিন পর্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না ততদিন পর্যন্ত ফাজিল ও কামিল কোর্সের বর্তমান মেয়াদ অব্যাহত থাকবে ।

৩. শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ি পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে ।

www.pathagar.com

৪. সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কাঠামো নির্ধারণ করা হবে এবং তাদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখা হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৫. কওমি মাদরাসার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন করে। উক্ত কমিশন কওমি প্রক্রিয়ায় ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান বিষয়ে সুপারিশ তৈরি করে সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

৬. অন্যান্য ধারার মতো একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে ইবতেদায়ি ও দাখিল পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে যেন শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মতো শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ সাপেক্ষে বিজ্ঞানাগার স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি করা হবে।

৭. সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

৮. মাদরাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করা হবে।

৯. সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারায় অনুসরণ করা হবে ।

১০. মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিক্ষার সকল স্তরে সুচারুরূপে পরিচালনা ও তদারকির জন্য সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিতরূপে পরিবীক্ষণ ও একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠদান করা হবে।

১২. মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। একটি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ। উল্লিখিত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি অনুমোদনকারী (এফিলিয়েটিং) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

www.pathagar.com

৭ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন ।

এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান ।
- প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেওয়া ।

কৌশল

ক. ধর্মশিক্ষা

- **ইসলামধর্ম শিক্ষা**

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসুল (সা.) ও আখিরাতের প্রতি অটল ইমান ও বিশ্বাস যাতে গড়ে ওঠে এবং তাদের শিক্ষা যেন আচার সর্বস্ব না হয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণীর যথাযথ উপলব্ধি ঘটায় সেভাবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে ।

২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে ।

৩. কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের তাৎপর্য বর্ণনাসহ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক যথার্থভাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হবে ।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে ।

- **হিন্দুধর্ম শিক্ষা**

১. প্রকৃতি ও পরিবেশকে জানার মধ্য দিয়ে সবকিছুর মূলে যে ঈশ্বর আছেন, ধর্মের মূল যে ঈশ্বর, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দেওয়া হবে ।

২. হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে ।

৩. নীতিবোধ জাগ্রত করার সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের গল্প-উপাখ্যান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে ।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে ।

www.pathagar.com

- **বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা**

১. সিদ্ধার্থের বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শিতা, চার নিমিত্ত দর্শন, মার বিজয় ও অন্তিম উপদেশের বিষয়ে পাঠদান করা হবে।

২. বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে। ।

৩. গৌতম বুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত কাহিনী ও গল্পের মাধ্যমে নীতিবোধ জাগ্রত করা এবং পার্থিব জীবনের সুখ-বিলাস, অর্থ-সম্পদ যে কিছুই সঙ্গে যাবে না, কর্মই জীবনের একমাত্র পাথেয় গুরুত্বসহকারে সেই শিক্ষা দেওয়া হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

- **খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা**

১. জিশুর জীবন, কাজ ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের পূর্ণতা লাভের পথ ও পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২. খ্রিষ্ট ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

৩. শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ জীবন-যাপন করা এবং অন্যদের সুস্থ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন-যাপনে সাহায্য করতে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে তৈরি করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

- **অন্যান্য ধর্ম**

আদিবাসীসহ অন্যান্য সম্প্রদায় যারা দেশে প্রচলিত মূল চারটি ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী তাঁদের জন্য নিজেদের ধর্মসহ নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

খ. নৈতিক শিক্ষা

নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম। তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দেশজ আবহও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে নৈতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।

www.pathagar.com

৮ উচ্চশিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্বশাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। তবে তা যথা নিয়মে নির্ধারিত নীতিমালার আওতায় বাস্তবায়িত হবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ প্রস্তাবিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে সরকারি তদারকির ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ আপন বিষয়ে গভীরতা অর্জনের প্রয়োজনে তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করছেন, ফলে জ্ঞানের জগতে বিভাজন ঘটছে । অন্যদিকে একটি বিপরীত প্রক্রিয়াও চলছে অর্থাৎ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিশ্বজগত সম্পর্কে অভিনব উপলব্ধি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানের জগতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস আবশ্যক। মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে (যথা– বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়) বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে পারে সেই আলোকে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নিয়মানুসারে চালিত হতে হবে।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- কার্যকরভাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা দান।
- অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদান করা।
- পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সনাক্ত করা ও সমাধান বের করা।
- নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।
- আধুনিক ও দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো।
- জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি।
- জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী হতে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি ।
- মেধার বিকাশ এবং সৃজনশীল নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন ।
- জ্ঞান সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি ।

www.pathagar.com

কৌশল

১. বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।

২. মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং আদিবাসীসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, বিভিন্ন কারণে অনগ্রসর এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সন্তানদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবাসিক সুবিধাসৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ ও বৃত্তি প্রদানসহ বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে।

৩. শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন– কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে) উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে না।

৪. উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বপ্রকার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. চার বছরের সম্মান স্নাতক ডিগ্রিকে সমাপনী ডিগ্রি হিসেবে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য সকল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৬. যে সকল কলেজে তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু আছে পর্যায়ক্রমে সেখানে চার বছরের স্নাতক সম্মান ডিগ্রি কোর্স চালু করা হবে।

৭. মাস্টার্স, এম.ফিল বা পি.এইচ.ডি-কে বিশেষায়িত শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং শুধু গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকতা করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। গবেষণা নিশ্চিত করার জন্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু করে সেখানে নিয়মিতভাবে মাস্টার্স, এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণত মাস্টার্স এক বছরের, এম.ফিল দু বছরের এবং পি.এইচ.ডি রেজিস্ট্রেশনের সময় হতে ছয় বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৮. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে সকল কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণি চালু আছে, সে সকল কলেজে এ শ্রেণি অব্যাহত থাকবে। তবে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তাদের গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষকদের মান উন্নয়নে ব্যাপক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল কলেজে চার বছরের ডিগ্রি অনার্স কোর্স চালু করা হবে, প্রয়োজনে সেগুলোতেও এই বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের/৩ ক্রেডিট ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

১০. গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের গবেষণার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক আকর্ষণীয় মূল্যের গবেষণা অনুদান এবং সম্প্রতি প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ছাড়াও আরো ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রি কলেজগুলোতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১১. উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের। উচ্চশিক্ষায় বাংলায় সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উচ্চশিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

১২. উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, শান্তি ও সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থাও থাকবে।

www.pathagar.com

১৩. উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হবে। সরকারি অনুদান ছাড়াও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয়নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীর বেতন ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে। এতে অসচ্ছল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। অসচ্ছলতা প্রমাণের মূল দায়িত্ব অভিভাবকের উপর ন্যস্ত থাকবে তবে তার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি প্রণয়ন করা হবে।

১৪. শিক্ষার্থীর মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীরা মেধার ভিত্তিতে সহজ শর্তে যেন ব্যাংক ঋণ পেতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে পাট, বস্ত্র ও চামড়া খাতের বিপুল গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ অব লেদার টেকনোলজিকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৬. শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। এলক্ষ্যে ছুটির সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-সেমিনারের ব্যবস্থা করা হবে।

১৭. প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ নির্ধারিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার (academic calendar) অনুসরণ করবে। নতুন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান কোন তারিখে শুরু হবে, কোন পরীক্ষা কখন এগুলোসহ সারা বছরের কর্মসূচিসংবলিত এই একাডেমিক ক্যালেন্ডার শিক্ষা বছর শুরু হওয়ার আগে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা হবে।

১৮. দেশের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত উপযুক্ত মানের হতে হবে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে বৈষম্যহীন হতে হবে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করা যাবে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতির পরিপন্থী হতে পারবে না এবং এরূপ কোনো কার্যক্রম চালাতে পারবে না।

১৯. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় উৎসাহিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কনসালটেন্সির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যে সকল শিক্ষক এ ধরনের প্রকল্পে কাজ করবেন তাদের যথোপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে। এরকম গবেষণা কার্যক্রম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু আছে। এই কার্যক্রম মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে পরিমার্জন করে একটি দিকনির্দেশনা-কাঠামো তৈরি করা হবে।

২০. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোনো চ্যানেলে –যেমন বিটিভিতে দ্বিতীয় চ্যানেলে–অধিকতর সময় বরাদ্দ, রেডিও ট্রান্সমিশন এবং মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

www.pathagar.com

৯ প্রকৌশল শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে তো বটেই, আমাদের সমাজেও সাধারণ মানুষের জীবনে সকলক্ষেত্রেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিজ্ঞান এবং এগুলোর প্রয়োগ হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে সামাজিক জীবনযাত্রার পটপরিবর্তন হচ্ছে এবং সমাজ জীবনের কার্যধারাতেও আসছে গতিশীল পরিবর্তন। একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষাক্রম অনেক বদলে যাবে।

প্রকৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী, দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা যাতে তারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।
- সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া যাতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ায় প্রকৌশলীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

কৌশল

১. বর্তমান প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী সরবরাহ করার জন্য প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোতে প্রয়োজনে একাধিক শিফটে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২. দেশের সম্পদ উন্নয়ন ও বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান ও উচ্চমানসম্পন্ন প্রকৌশলী তৈরির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রতি অধিকতর নজর দেওয়া হবে। গবেষণার মূল এলাকাগুলো হবে দেশীয় শিল্পের প্রকৌশলগত সমস্যা বিষয়ক।

৩. আধুনিক প্রযুক্তির অভূতপূর্ব ও দ্রুত উন্নয়নের সাথে সংগতি রেখে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত করার জন্য সর্বদা দৃষ্টি রাখা হবে ।

৪. দেশের বৃহৎ শিল্পগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি, প্রকৌশল, রসায়ন, বস্ত্র, পাট, চামড়া, সিরামিক ও গ্যাস শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরির জন্য অবিলম্বে বিকাশমান বিষয়ে কোর্স চালুকরা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন অনুষদ চালু করা বাঞ্ছনীয়। এসকল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতিরিক্ত ব্যয়সংবলিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অর্থ-প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৫. প্রকৌশল তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোর্সগুলোকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার আলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

৬. প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এক্ষেত্রে নবিশি শিক্ষাসংক্রান্ত বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা এবং প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে দেশের সকল পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স ও চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিগুলোর সহযোগিতা করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে ।

৭. প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময় অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৮. বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জীবনচক্র ছোট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়ায়, চাকরিতে নিয়োজিত পেশাজীবী প্রকৌশলীদের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকহারে চালু করা হবে।

৯. ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল বিদ্যায়তনে, যথা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, উচ্চতর শিক্ষার জন্য যথাযোগ্য ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১০. দেশের প্রচলিত বিভিন্ন স্তরে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার মূল্যায়ন ও মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো পেশাগত ও বিশেষজ্ঞ সংস্থার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা হবে।

১১. টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, লেদার টেকনোলজি কলেজ ও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোকে আরো শক্তিশালী করা হবে। প্রয়োজনে এ সকল ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১২. প্রকৌশল ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা উৎসাহিত করতে সরকারি দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং তার সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও অর্থায়নে সহায়তা দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের।

১৩. শিক্ষা বর্ষের শুরুতে প্রতি বছরের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হবে।

www.pathagar.com

১০ চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

একটি সুস্থ সবল জনগোষ্ঠীই শুধু দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজন্যে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা, রোগপ্রতিরোধমূলক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং যথাযথ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা। সেলক্ষ্যে যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে হবে। একদিকে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে অন্যদিকে তারা যেন সংবেদনশীল ও বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- আপামর জনগণের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্তমানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সুস্থ জনশক্তি গড়ে তোলা।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরকারিভাবে সকলের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল তৈরি করা।
- চিকিৎসা পেশা অন্যান্য পেশার তুলনায় স্পর্শকাতর এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত হওয়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী যেন সংবেদনশীল, সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন সেলক্ষ্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
- চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল উন্নতির সুফল দেশের জনগণের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা এবং এঁদের সবাইকে সমাজের ও মানব সেবায় অনুপ্রাণিত করা।
- দেশবাসীর ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাবলির মোকাবিলায় উপযুক্ত চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করে এ দেশের স্থানীয় রোগব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

কৌশল

১. মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শেষে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া অব্যাহত থাকবে। ভর্তি পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী দুই বছরের বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

২. মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অব্যাহত থাকবে এবং এক বছরের ইন্টার্নশিপ থাকবে।

www.pathagar.com

৩. স্নাতকোত্তর চিকিৎসার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অধিক সংখ্যক চিকিৎসা-শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরি করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বর্তমান মেডিকেল কলেজে চালুকৃত পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সের বিস্তৃতি অব্যাহত রাখা হবে।

৪. সকল মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তব শিখনের বিজ্ঞানাগারগুলোতে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ করা হবে।

৫. নার্সিং পেশার চাহিদা দেশে এবং বিদেশে রয়েছে এবং বাড়ছে। মানসম্পন্ন নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

৬. নার্সিং কলেজে বি.এস.সি ও এম.এস.সি নার্সিং কোর্স খোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৭. নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে কোনো হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত রাখা হবে।

৮. স্বাস্থ্যসহকারীদের শিক্ষা বিস্তার ও লাগসই প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯. মানসম্পন্ন প্যারামেডিকেল শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হবে। এক্ষেত্রে ভর্তির যোগ্যতা ন্যূনতম এস.এস.সি বা সমমানের হবে। অধিক জনশক্তি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে নার্সিং ও প্যারামেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে।

১০. আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি ঐতিহ্যিক দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হোমিওপ্যাথি এবং ইউনানি ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১১. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদান যেন উপযুক্ত মানসম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেওয়ার সময় প্রকল্পের মূল্যায়ন যেন যথাযথ হয় সেদিকে কঠোর নজর রাখা হবে। এই মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনবলসংবলিত মেডিকেল এক্রেডিটেশান কাউন্সিল গঠন করা হবে।

১২. মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিসহ অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

১৩. স্বাস্থ্য সেবার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের ফলে প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোমেডিকেল ও বায়োঃমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়ো ফিজিক্স, মেডিকেল ইনফরমেশন সায়েন্স এবং ফিজিওথেরাপি বিষয়গুলো শিক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৪. প্যারামেডিকেল / ডিপ্লোমা মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

১১ বিজ্ঞান শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুধাবন করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রহস্যকে বিজ্ঞান উন্মোচন করে যাচ্ছে। এটি একদিকে মানবজাতির অজানাকে জানার কৌতূহলকে পূরণ করে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞান প্রতিনিয়তই নানা ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারের ভেতর দিয়ে মানবসভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শুধু যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষাই একটা জাতিকে দ্রুত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞান সাধনা এবং সৃজনশীলতায় তারা আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে।
- বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

কৌশল

প্রাথমিক শিক্ষা

১. বিজ্ঞান শিক্ষা একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির সঙ্গে পরিচিত করে শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে। শুরু থেকেই তাদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা হবে।

২. শ্রেণি কক্ষে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের জন্যে নানারকম চিত্র, ভিডিও প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের পক্ষে সহজে করা সম্ভব এমন সব পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক সবসময়েই উৎসাহিত করবেন। নানারকম তথ্য মুখস্থ না করে জীবনের নানা ক্ষেত্রে সেসব তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবেন।

৪. প্রাথমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে। পাঠ্যপুস্তক সহজবোধ্য, সচিত্র এবং আকর্ষণীয় হবে। স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পাঠদান করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

৫. বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে গণিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে শিক্ষার্থীদের গণিত শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে। গণিত বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের গণিতের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

৬. শিক্ষার্থীরা যেন পঠিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা মৌলিক বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে জানতে পারে, তার সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং বাস্তব জীবনে তা ব্যবহার করতে পারে সেভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং পাঠদান করা হবে।

৭. ব্যবহারিক ক্লাস ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা অর্থহীন বলে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতিটি শাখায় নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাসের ব্যবস্থা করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে, যেন শিক্ষার্থীদের ঢালাওভাবে নম্বর দেয়ার সুযোগ না থাকে।

৮. শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞান এবং গণিতকে আকর্ষণীয় করার জন্যে প্রতিটি স্কুলে বাৎসরিক ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান মেলা বা গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে। জাতীয় পর্যায়েও বিজ্ঞান মেলা ও গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে।

উচ্চশিক্ষা

৯. চার বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিকে প্রান্তিক ডিগ্রি হিসেবে গণ্য করা হবে। কাজেই উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদান বা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হওয়া ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে এই ডিগ্রি পর্যাপ্ত বলে বিবেচনা করা হবে এবং পাঠ্যসূচিকে সেভাবে গড়ে তোলা হবে।

১০. শুধু গ্র্যাজুয়েট স্কুলেই (স্নাতকোত্তর পর্যায়) নিয়মিত মাষ্টার্স ও পি.এইচ.ডি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সত্যিকার গবেষণা করা সম্ভব। কাজেই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট স্কুল খুলে সেখানে মাস্টার্স এবং পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু করা হবে। দেশের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণার আয়োজন করতে হবে। এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা হবে।

১১. বিজ্ঞান গবেষণার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাঝে যোগাযোগ ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

১২. গবেষণার ফল সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করা হবে। একই সাথে পৃথিবীর সকল গবেষণা জার্নাল দেশের গবেষকদের হাতে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা হবে।

১৩. গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

১৪. মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্যে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। উন্নতমানের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হবে।

অন্যান্য

১৫. আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬. বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি থানা/উপজেলায় সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে পালাক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

www.pathagar.com

১২ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রায় দুই শতাব্দী আগে শিল্প বিপ্লবের কারণে সভ্যতার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল, একুশ শতকে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ভেতর দিয়ে আবার সেই গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। এই তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের অংশীদার হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অভাবিত সুযোগ পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করে সর্বক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা এনে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করার ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তি অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহসহ সম্ভাবনাময় রপ্তানিখাত হিসেবে সফট্ওয়্যার, ডাটা প্রসেসিং বা কলসেন্টার জাতীয় service industry বিকাশে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- উপর্যুক্ত কর্মযজ্ঞের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান ও গুণ সম্পন্ন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির প্রচেষ্টা চালানো ।
- তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধু কম্পিউটার বিজ্ঞানের মাঝে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ।

কৌশল

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

১. শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে কম্পিউটারকে শিক্ষাদানের উপকরণ (Tool) হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

২. মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবেশের পূর্বেই সকল শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৩. মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের সঙ্গে কম্পিউটার বিষয় নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া হবে।

৪. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় গ্রাফিক ডিজাইন, মাল্টিমিডিয়া, এনিমেশন, ক্যাড(সিএডি)/ সিএসএম ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহসৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষা

৬. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলামসহ কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ খোলা হবে।

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষার মান যুগোপযোগী করে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

৮. বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে তথ্যপ্রযুক্তি জনবলে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে। প্রয়োজনে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে।

১০. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত অর্থে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

১১. ২০১৩ সালের মধ্যে সকল স্নাতক ডিগ্রিধারী যেন কম্পিউটার ব্যবহারের মৌলিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

১২. তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণদানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে একটি তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

অন্যান্য

১৩. তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা উপজেলা/থানা পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং টেলিসেন্টার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৪. সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এবং নীতিনির্ধারকদের কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১৫. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

১৩ ব্যবসায় শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখাসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাকে ব্যবসায় শিক্ষা বলে এই নীতিমালায় অভিহিত করা হচ্ছে। এ শাখায় শিক্ষা যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে পারলে চাকরি এবং চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসায়কে আত্মকর্মসংস্থান-ভিত্তিক জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির প্রচলন, বিশ্ববিস্তৃত পণ্যের বাজার এবং তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তার সহায়ক কার্যাবলি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত। তাই বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব ও চাহিদা অতি উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিভিন্ন স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।
- একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করা।
- আর্থিক, ব্যবসায়িক ও কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সহায়তা করা এবং কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপক সৃষ্টি করা।
- শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে ঝরে পড়লে অর্জিত শিক্ষা দ্বারা আত্মকর্মসংস্থানের পথ সুগম করা।
- প্রতিষ্ঠানের আকারভেদে সাংগঠনিক স্তরের নিম্ন, মাঝারি ও উচ্চ পর্যায়ে কর্মকর্তা/নির্বাহী/ ব্যবস্থাপক/ হিসাব কর্মকর্তা, এক কথায় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনানুসারে দক্ষ জনশক্তি সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
- কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর সামর্থ বৃদ্ধি করে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা।
- ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, বিমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ডিগ্রি অর্জনের পথ সুগম করা।

কৌশল

১. দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবসায় শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিমার্জন ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হবে। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তি-খাতের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে তা অব্যাহত রাখা হবে।

২. মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ নবম শ্রেণি থেকে ব্যবসায় শিক্ষা শুরু করা হবে।

www.pathagar.com

৩. ব্যবসায় বিষয়ের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার ব্যবহারসহ সহজলভ্য সকল তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে প্রত্যেক ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন।

৪. ব্যবসায় শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্হার উন্নয়ন সাধন করা হবে এবং এলক্ষ্যে ব্যবসায় শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন উৎসাহিত করা হবে।

৫. ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের শিক্ষকদের শিল্প, ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

৬. ব্যবসায় শিক্ষার সকল স্তরে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত রীতিপদ্ধতি ও সম্ভাব্য উন্নয়ন চাহিদার আলোকে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে। বিভিন্ন স্তরের জন্য স্তর-ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

৭. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে প্রণীত হবে।

৮. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং শিল্প-ব্যবসায়ের মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক মতবিনিময় সভার ব্যবস্থা করা হবে।

৯. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের স্বল্পমেয়াদী 'ইন্টার্নশিপ' বাধ্যতামূলক করা হবে।

১০. দেশের ১৬টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ভৌত অবকাঠামো আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড কোর্স চালু এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হবে।

১১. পর্যটন শিল্প, হোটেল ব্যবস্থাপনা শিল্প ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাত চিহ্নিত করে সেগুলোর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা জরুরি। তাই চিহ্নিত বিভিন্ন খাতে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

www.pathagar.com

১৪ কৃষিশিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তাই উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। উচ্চতর কৃষিশিক্ষা বলতে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি ও মৎস্য বিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণা বোঝায়। কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।
- জাতীয় উন্নয়নে কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন।
- বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা কৃষি অর্থনীতির যথাযথ বিকাশ।
- পেশা ও বিজ্ঞান হিসেবে জাতীয় জীবনে কৃষির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে দেশের স্থলজ ও জলজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ব্যাপক অভিঘাত মোকাবেলা করে কৃষি উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য জোরদার গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।
- কৃষিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টি।
- কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি।
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র্যবিমোচন।
- গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ।

কৌশল

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিবিজ্ঞানে পাঠদান বাস্তবধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে জোরদার ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, পশুসম্পদ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

www.pathagar.com

২. স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাক্রমে যুক্তিযুক্ত উপায়ে সংশ্লিষ্ট বাধ্যতামূলক বিষয়, ঐচ্ছিক বিষয়, মাঠ ও গ্রামীণ কর্ম-অভিজ্ঞতা, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও মৌল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্হা রাখা হবে। ব্যবহারিক শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৩. কোর্স পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ বলে এর সার্বিক সাফল্য শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান, দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিবেদিতপ্রাণতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এ কারণে দক্ষ ও মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিসহ তাদের অনুকূলে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হবে এবং তাদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ জ্ঞানের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা হবে।

৪. শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাদান ও গবেষণাসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালনের মূল্যায়ন প্রথা চালু করা হবে।

৫. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তিন সেমিস্টারব্যাপী কোর্স পদ্ধতির এম.এস. কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ডক্টরাল কার্যক্রম মূলত গবেষণাভিত্তিক থাকবে। তবে প্রয়োজনে কোর্স ওয়ার্কের বিধান থাকবে।

৬. উন্নত বীজ, জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি এবং বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত গবেষণা জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও জাতীয় উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে উচ্চতর কৃষিশিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রচলিত সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহের পাশাপাশি নতুন নতুন কোর্স সংযোজনের ব্যবস্থা করা হবে (যেমন পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টিবিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি)।

৮. ডিপ্লোমা পর্যায়ের কৃষি শিক্ষা, মৎস্য উন্নয়ন, পশু চিকিৎসা ও পশু পালন, বনবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষাক্রমকে অধিকতর বিস্তৃত করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্প্রসারণ করা হবে।

৯. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযোগী নতুন নতুন এ্যাকশন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১০. স্নাতক পর্যায়ে সবার জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশেষায়িত কম্পিউটার সংক্রান্ত কোর্স ঐচ্ছিক করা হবে।

১১. উচ্চতর কৃষিশিক্ষার মান ও সমরূপতা বজায় রাখার জন্য কৃষি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি নিয়ে টেকনিক্যাল পর্যায়ে একটি সমন্বয়, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিবে।

১২. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের/৩ ক্রেডিট ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

www.pathagar.com

১৫ আইন শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার বাংলাদেশের সকল নাগরিকের এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী সকল ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধান অনুযায়ী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইন শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দেশে ন্যায়বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্যও সঠিক ও যুগোপযোগী আইন শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আইন শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে– পেশাগত ও ব্যবহারিক। দেশের প্রচলিত আইন শিক্ষায় এ দুটি দিকের কোনোটারই সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আইন শিক্ষার মান যেমন নানা কারণে নিম্নমুখী হচ্ছে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কল্যাণকর ফলাফল সব সময় লক্ষিত হচ্ছে না। তাই আইন শিক্ষার সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আইন শিক্ষার্থীরা যাতে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে পারে সেলক্ষ্যে আইন শিক্ষাকে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োগমুখী করা হবে। আইন শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- জনগণের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদক্ষ শিক্ষক, আইনজীবী, আইনবিদ ও বিচারক তৈরিতে সাহায্য করা।
- এমন উচ্চ যোগ্যতা, উন্নত চরিত্র, ধীশক্তি ও জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করা যাঁরা –
    - আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের আদর্শ সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবেন।
    - দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন।
    - পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার আদর্শ স্থাপন করবেন।
    - আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করতে পারবেন।
    - পরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইন শিক্ষা ও তার ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবেন।

কৌশল

১. বর্তমানে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চার বছর মেয়াদি আইনে অনার্স ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়। কিন্তু কলেজগুলোতে সাধারণ এল.এল.বি কোর্সের মেয়াদ দুই বছর। কলেজগুলোতে সাধারণ এল.এল.বি কোর্সের মেয়াদ দুই বছরের পরিবর্তে তিন বছর করা হবে এবং শেষ শিক্ষাবর্ষে প্রায়োগিক কোর্সের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ক্রমান্বয়ে তিন বছরের এল.এল.বি কোর্স উঠিয়ে দিয়ে তার স্থলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বছরের আইনে অনার্স ডিগ্রি কোর্স চালু করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন।

২. আইন শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন এবং আইন বিষয়ে গবেষণা উৎসাহিত করা হবে। এর জন্য আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আইন বিষয়ে অন্তত একটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স স্থাপন করা হবে।

www.pathagar.com

৩. আইন শিক্ষায় মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ হবে দুই বছরের। মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স দুই ভাবে বিভক্ত হবে। যারা প্রথম অংশে কোর্স কার্যক্রম ও দ্বিতীয় অংশে থিসিস কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হবে। পি.এইচ.ডি ডিগ্রির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৪. আইন শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আইন কলেজগুলোর ভৌত সুবিধা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

৫. আইন কলেজ অনুমোদনের ব্যাপারে কলেজ ভবন, পাঠাগার, শিক্ষক নিয়োগ, কলেজের প্রশাসন, পরিচালন ও গভর্নিং বডি গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে সাধারণ কলেজসমূহের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি কঠোরভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করা হবে।

৬. বর্তমানে আইন কলেজসমূহে খণ্ডকালীন শিক্ষক ও খণ্ডকালীন শিক্ষার্থী এবং সান্ধ্যকালীন কোর্স ও ক্লাস সব মিলিয়ে যে খণ্ডকালীন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন। এগুলোতে পূর্ণ শিক্ষাক্রম অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হবে।

৭. আইন কলেজগুলোতে মোট শিক্ষকের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়মিত ও পূর্ণকালীন হতে হবে। অনধিক এক-তৃতীয়াংশ খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

৮. আইন শিক্ষায় পাঠ্যক্রম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। আইন পাঠ্যক্রমে জাতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯. আইন শিক্ষায় শিক্ষায়তনিক ও কারিগরি/ব্যবহারিক প্রকৃতির যৌক্তিক সমন্বয় ঘটাতে হবে যাতে আইনের স্নাতকবৃন্দ আইন ব্যবসায় এবং আইন বিষয়ক সাধারণ চাকরির জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। আইন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যবহারিক পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক, যেমন-সক্রেটিস পদ্ধতি, সমস্যা পদ্ধতি, কেস স্টাডি, মুট কোর্ট এবং মকট্রায়াল, ক্লিনিক্যাল লিগ্যাল এডুকেশন ইত্যাদি।

১০. কলেজগুলোতে আইন শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্য ভর্তি পরীক্ষা চালু করা হবে।

১১. কলেজগুলোকে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থার আওতায় আনা জরুরি। আইন কলেজগুলোর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বার কাউন্সিল ও শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করা হবে।

www.pathagar.com

১৬ নারীশিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এ দেশের সর্বস্তরে ব্যাপকসংখ্যক নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নারীকে নিষ্ক্রিয় রাখার বিরাজমান প্রবণতা দূর করা হবে। সার্বিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা।
- সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্যবিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কাজে নিয়োজিত হয়ে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে ভূমিকা পালন করা।
- যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরসন এবং নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন ও তাঁর সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নারী যাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন তার উপযোগী করে নারীকে গড়ে তোলা।

কৌশল

১. বাজেটে নারীশিক্ষা খাতে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হবে। শিক্ষার সকল স্তরে নারীশিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

২. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ঝরেপড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না তাদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

৩. ছাত্রীদের জন্য খণ্ডকালীন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হবে।

৪. অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা/পেশাদারি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে এবং এ বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরা হবে যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিকসংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

www.pathagar.com

৭. মাধ্যমিক স্তরের শেষের দুই বছরের পাঠ্যক্রমে "জেন্ডার স্টাডিজ" এবং প্রজনন-স্বাস্থ্য (reproductive health) অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৮. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিষয় নির্বাচনে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের পুরো স্বাধীনতা থাকবে এবং সকল বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোনো বিশেষ বিষয়ের দিকে (যেমন– গার্হস্থ্য অর্থনীতি) মেয়েদের উৎসাহিত করা বা ঠেলে দেওয়া যাবে না।

৯. ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সময় যাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেজন্য তাদের শিক্ষার সুবিধার্থে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধা ও প্রয়োজনে নিরাপদ ছাত্রী নিবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

১০. মেয়েদেরকে বিজ্ঞানশিক্ষায় এবং পেশাদারিশিক্ষায় (যেমন– প্রকৌশল, মেডিকেল, আইন, ব্যবসায় ইত্যাদি) উৎসাহিত করা হবে।

১১. দেশে মেয়েদের জন্য চারটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। মেয়েরা যাতে অধিক হারে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনে মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আরও বাড়ানো হবে। প্রস্তাবিত উপজেলা কারিগরি বিদ্যালয়সমূহ মেয়েদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।

১২. উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত/স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রণীত যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত বিধিবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

www.pathagar.com

১৭ কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরি। এ শিক্ষার অন্তর্গত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও হস্তশিল্প, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য বা অঙ্গবিক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে এবং তার চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করা যায়। এ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের একদিকে চিত্তোৎকর্ষ সাধন করা যায়, অন্যদিকে এই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীদের মন ও মননকে বিকশিত করে চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করা এবং তাদের মন ও কর্মে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদের জীবনকে শিল্পিত করে তোলার প্রেরণাদান, শখের শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা এবং যারা যথার্থ দক্ষতা অর্জন করবে তাদের পেশাদারী হতে সাহায্য করা ।
- বর্তমান বিশ্বে মাদক-এর ভয়াবহ বিস্তারের কারণে দেশে যুব সমাজের অবক্ষয় মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এ অবক্ষয় রোধে সুষ্ঠু মনন চর্চার মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

কৌশল

১. কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদান বিষয়টিকে একটা পেশাভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২. সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদেরকে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে।

৩. কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি বিষয়টি সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন এবং এই দুই স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে এর বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, কক্ষ, পরিবেশ, পাঠ্যপুস্তক/সহায়ক পুস্তক ও বিভিন্ন সরঞ্জামের সংস্থান করা হবে।

৫. কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তির বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

৬. সরকারি উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জাতীয় চিত্রশালা, সংগীত ও নৃত্য একাডেমি এবং নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শহর ও গ্রাম পর্যায়ে চিত্রকলা ও কারুশিল্পের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

১৮ বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী

ক. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা : বিশেষ শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বিভিন্ন ভাবে সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত শিশুদের আওতায় পড়ে দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধিত্বের মাত্রানুসারে এদের মৃদু প্রতিবন্ধী, মাঝারি প্রতিবন্ধী ও গুরুতর প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবন্ধিত্বের ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা হবে, তবে প্রতিবন্ধিত্বের গুরুতর মাত্রার কারণে যাদেরকে এভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হবে না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার মূলধারায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- যেসব শিশু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে অপারগ এবং মূলধারায় যাদের সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয় তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, দক্ষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্হা করা।

কৌশল

১. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের প্রতিবন্ধিত্বের ধরন ও মাত্রাভিত্তিক বিভাজন করার জন্য সনাক্তকরণ ও জরিপ চালানো হবে।

২. প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত বিদ্যালয়সমূহে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নতি হয়।

৩. সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্কুলগুলোতে অন্তত একজন শিক্ষককে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদান উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৪. প্রতিবন্ধীদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলা তদারকির উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে যে ৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে সেগুলোর উন্নতিসাধন করা হবে। এ ব্যবস্থা শ্রবণ, বচন, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য চালু করা হবে।

৬. দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা করা হবে।

৭. প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

www.pathagar.com

৮. এক বা একাধিক বিষয় অধ্যয়নে অসমর্থ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষাক্রমে নমনীয়তা অনুসরণ করা হবে।

৯. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বিত শিক্ষাক্রম সংবলিত সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষকদের জন্য পিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়/ ইনস্টিটিউট স্থাপন করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১১. সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে প্রস্তাবিত সমন্বিত শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে শিক্ষকপ্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে বিশেষ শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এতে সাধারণ শ্রেণিতে শিক্ষকের পক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা সহজ হবে।

১২. প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১৩. চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ প্রদান করা হবে।

খ. স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের একটি অবহেলিত অংশ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষিত জাতিগঠনে সাধারণ শিক্ষার মতো স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটোকে বাদ দিলে সাধারণ শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না।

শিশুকাল থেকে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী হবে, তারা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিখতে সমর্থ হবে। সময়ানুবর্তিতা শারীরিক শিক্ষার অন্যতম পাঠ। শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এ উপায়ে তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বরেণ্য ক্রীড়াবিদ/ খেলোয়াড়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে তাহলে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। খেলাধুলার উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মাদক দ্রব্যের মতো ভয়াল অভিশাপ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারবে না।

এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী করা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শরীরচর্চা ও খেলাধুলাকে একটি আবশ্যিক বিষয় করা।
- খেলাধুলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে মাদক দ্রব্যের মতো ভয়াল অভিশাপ থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখা।
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা উৎসাহিত করা।

www.pathagar.com

কৌশল

১. শিক্ষার কোনো পর্যায়ে বিষয়টি পাবলিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে একটি নির্ধারিত মান অর্জন করতে হবে যা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্থ্য বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যসূচিকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করা হবে।

২. শরীরচর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষা দেওয়া হবে।

৩. নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সময় খেলার মাঠ থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪. স্বল্পমূল্যে স্কুল কলেজে শারীরিক শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।

৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেশীয় খেলাধুলার প্রচলন করা হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।

গ. স্কাউট, গার্ল গাইড ও বিএনসিসি

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- দেশের শিশু, কিশোরকিশোরী ও তরুণতরুণীদের যথাক্রমে স্কাউট ও গার্লগাইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী, সেবাপরায়ণ, স্বাস্থ্য সচেতন, সর্বোপরি আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখা।
- স্কাউট ও গার্ল গাইড কর্মসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার উন্মেষ ঘটিয়ে তরুণ-তরুণীদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, আত্মসচেতন ও পরোপকারী হিসেবে গড়ে ওঠার গুণাবলি অর্জনে সহায়তা দান করা।
- বিএনসিসির আওতায় অনুশীলনের মাধ্যমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনে কর্মদক্ষতা, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঘটানো।

কৌশল

১. দেশের সর্বত্র (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায়) স্কাউট আন্দোলন মোটামুটি বিস্তৃত। একে আরো বিস্তৃত ও সুসংহত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে–

   ➢ দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব স্কাউটিং এবং স্কাউটিং (যদি থাকে) জোরদার করা হবে এবং না থাকলে চালু করা হবে।

২. দেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয়ে গার্ল গাইড আন্দোলন মোটামুটি বিস্তৃত। একে আরো বিস্তৃত ও সুসংহত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে–

   ➢ দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডিং (যদি থাকে) আরো জোরদার করা এবং না থাকলে চালু করা হবে।

৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহে কাব স্কাউট, স্কাউট, গার্ল গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. দেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনসিসি শাখা খোলা যেতে পারে।

৫. এ বিষয়ের উপর প্রতি সপ্তাহে একটি ক্লাশ বরাদ্দ রাখা হবে।

www.pathagar.com

ঘ. ব্রতচারী

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের বিবেচনায় ব্রতচারী কার্যক্রম অনেকটা স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিংয়ের অনুরূপ, তবে এটি এই দেশের সংস্কৃতির ভেতর থেকে উঠে এসেছে। এটি গীত ও নৃত্য-ভিত্তিক সুশৃঙ্খল একটি কার্যক্রম যা বিদ্যালয়ে বিনোদন চর্চার বিষয় হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহকে উপজীব্য করে ছড়া ও গীত-এর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। যাঁরা তা পরিবেশন করেন এবং যাঁরা শোনেন-দেখেন সবাইকে এই কার্যক্রম ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে সহজেই। ব্রতচারী কার্যক্রম সিলেট, ঢাকা, খুলনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং জয়পুরহাটের অনেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- ব্রতচারীর শিক্ষা যোগ্য নাগরিক হওয়া, শ্রমজীবী মানুষকে সম্মান করা, অসাম্প্রদায়িকতা অনুশীলন করা, পরিশ্রমী হওয়া, দেশ গড়ার কাজে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো এবং মানুষের সেবা করা।
- এই কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী, পরোপকারী সুস্থ মনের মানুষ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

কৌশল

১. নীতিগতভাবে ব্রতচারী কার্যক্রমের স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

২. যে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু আছে তার পদ্ধতি ও কার্যকরিতার মূল্যায়ন করা এবং এর একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে।

৩. দেশের অন্যান্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে।

৪. সপ্তাহে দুই দিন একটি সুবিধাজনক সময়ে দিনে আধ ঘণ্টা এর জন্য নির্ধারণ করা হবে।

৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্রতচারী সংগঠনের অনুরূপ শিশু-কিশোরদের অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করা হবে।

www.pathagar.com

১৯ ক্রীড়াশিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণতরুণীদের পূর্ণ বিকাশে শরীরচর্চা ও ক্রীড়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা, সৃজনধর্মিতা এবং আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুস্থ দেহ ও মনের সমন্বয় মানব উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শরীর, মন ও মেধার সমন্বয়ে মানুষের জীবন পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকলেও দেশে প্রচলিত ক্রীড়া ও শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। উল্লেখ্য, বর্তমানে ক্রীড়া শিক্ষা ও এক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী ক্রীড়াবিদ্যায় শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা আজ আকর্ষণীয় পেশাগত সম্মানের অধিকারী। কিন্তু আমাদের দেশে ক্রীড়াবিদগণ বিশ্বপরিসরে বিভিন্ন ক্রীড়ায় এখনো কাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি পায়নি। ফলে বিভিন্ন সময়ে গৌরবজনক অর্জনের ধারাবাহিকতাও রক্ষা হয় না । ঢাকার সাভারে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি বর্তমানে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রচলিত এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি স্তরে সনদ প্রদান করে আসছে। ক্রীড়া শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম যথেষ্ট নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীড়া শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ক্রীড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।
- দেশের সকল অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা যেন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা।
- পেশা হিসেবে ক্রীড়াকে গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।
- প্রশিক্ষিত ক্রীড়াবিদ তৈরি করতে সহায়তা করা। ক্রীড়া শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরি করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের ক্রীড়াবিদদের জন্য দেশ ও বিদেশে উল্লেখযোগ্য পেশাদার ক্রীড়াবিদের তালিকায় স্থান পাওয়ার পথ সুগম করা।
- ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা।

কৌশল

দেশে মানসম্পন্ন ক্রীড়া শিক্ষা সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবে :

১. ক্রীড়া শিক্ষাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিস্তৃতির জন্য প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে একটি করে ক্রীড়া শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

২. ক্রীড়া শিক্ষা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ফলে যাতে সাধারণ ধারার উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নের পথ রুদ্ধ না হয় সেজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অভিন্ন বিষয়গুলো ক্রীড়া শিক্ষার জন্যও বাধ্যতামূলক হবে ।

৩. দেশের সকল ক্রীড়া শিক্ষা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষা যে কোন একটি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হবে।

www.pathagar.com

৪. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে স্বতন্ত্র ক্রীড়াশিক্ষা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হবে।

৫. বাংলাদেশে ক্রীড়াশিক্ষাকে যুগোপযোগী করে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে জেলা পর্যায়ে ক্রীড়াশিক্ষা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বিকেএসপির অধীনে ক্রীড়াশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করা হবে।

৬. যতদিন বিকেএসপিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা না হয় ততদিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি স্তরে ক্রীড়াবিষয়ে সনদ প্রদান করা হবে।

৭. ক্রীড়াশিক্ষার বিস্তার এবং একে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান, আন্ত স্কুল-কলেজ এবং জাতীয় পর্যায়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

৮. ক্রীড়াশিক্ষা হবে সম্পূর্ণ আবাসিক। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

www.pathagar.com

২০ গ্রন্থাগার

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্পণ বলে বিবেচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাণ স্পন্দনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। দেশের নাগরিকদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজলভ্য করার দায়িত্ব হলো গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের। এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত জাতীয় গ্রন্থাগার ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে কলেজসমূহের গ্রন্থাগার পর্যায়ক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে এবং শুরু থেকেই এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। গ্রন্থাগার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- বইপড়ার সুযোগ করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং সকলের জন্য শিক্ষার সুষম সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সর্বস্তরে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাগারগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করে আন্তর্জাতিক জ্ঞান সংগ্রহের পথ সৃষ্টি করা।
- গ্রন্থাগারগুলোকে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনভিত্তিক বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী দ্বারা সমৃদ্ধ করা।
- জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ ও গবেষণার প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগী করা।

কৌশল

১. প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই দিয়ে তা সমৃদ্ধ করা হবে।

২. দেশের প্রত্যেকটি উপজেলা সদরে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে, যার একটি দায়িত্ব হবে প্রাথমিক/ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বই সরবরাহ করা। উপজেলা-ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলোকে পর্যায়ক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করা হবে।

৩. প্রত্যেক ইউনিয়নে এক বা একাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভ্রাম্যমান বইয়ের কেন্দ্ররূপে দাঁড় করা হবে এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। পরবর্তীকালে ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা গ্রন্থাগারের অনুরূপ গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যথাযথ কর্মসূচি নেওয়া হবে।

৫. পিটিআই, নেপ এবং অধিদপ্তরসমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলোর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

www.pathagar.com

৬. মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে উন্নত ও আধুনিক মানের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা, গ্রন্থাগারিক-এর পদ সৃষ্টি এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন কাঠামো বিভিন্ন স্তরে যৌক্তিকীকরণ করা হবে। সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক মঞ্জুরি দেওয়া হবে।

৭. প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে। ইলেকট্রনিক গ্রাহক হিসেবে সকল গবেষণা জার্নাল সংগ্রহ করা হবে। গ্রন্থাগারগুলো নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে যেন যেকোনো শিক্ষার্থী অন্য যেকোনো গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। পর্যায়ক্রমে বই ও জার্নালসমূহের ডিজিটাল সংস্করণ করা হবে।

৮. জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভসের গুরুত্ব বিবেচনা করে এগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শাখা থাকবে এবং এই শাখাকে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করা হবে।

৯. বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরসমূহে পর্যায়ক্রমে জাতীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপন করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ শহরগুলোতে নগর গ্রন্থাগার ও পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন করবে।

১০. নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়গত সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি সংবিধিবদ্ধ এবং সার্বিক মর্যাদাসম্পন্ন কার্যকর গ্রন্থাগার কাউন্সিল স্থাপন করা হবে।

১১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরকে নিজ নিজ প্রশাসনাধীন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনায় কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

১১. প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক, সহ গ্রন্থাগারিক সহ অন্যান্য পদ সৃষ্টি করা ও তাদের যথার্থ মর্যাদা নির্ধারণ করা হবে।

১২. গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

www.pathagar.com

২১ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়। শিক্ষার্থীর আচরণের যে দিকগুলো তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো – জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত, অনুভূতি সম্পর্কিত ও মনন সম্পর্কিত। এই তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমটি মূল্যায়ন করা হয়। এটি আরো কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর অন্য দুটি দিকও যাচাই করার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি তৈরি করা আবশ্যক। পরীক্ষা ও মূল্যায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করতে পেরেছে তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা।
- পরীক্ষা ও মূল্যায়নের স্তর, পদ্ধতি এবং সকল ধারার জন্য অভিন্ন কৌশল অনুসরণের নিয়মনীতি নির্ধারণ করা।
- যথাযথ মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার নিয়মকানুন নির্ধারণ এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা বুঝতে পারার উপায় নির্ধারণ এবং তাদের সচেতন করা।

কৌশল

১. শিক্ষার সকল স্তরে জ্ঞানার্জন মূল্যায়ন যাতে যথার্থ হয় সেদিকে যথাযথ নজর দেয়া হবে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরো কার্যকর করা হবে।

২. ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও মনন সম্পর্কিত বিকাশ মূল্যায়ন করার পদ্ধতি নিরূপণের ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।

৩. প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলতঃ মুখস্থবিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থবিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ নির্ভর করবে উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে যথাযথ পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা যথাযথভাবে বুঝতে পারার ওপর। কাজেই যথাযথ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, নিয়ম-কানুন নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা ও জ্ঞান সৃষ্টি করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

www.pathagar.com

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

৪. স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় শ্রেণি থেকে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। সকল শ্রেণিতে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। খেলাধুলা ও শরীরচর্চার দক্ষতা ধারাবাহিক মূল্যায়নে স্থান পাবে।

৫. পঞ্চম শ্রেণি শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ।

৬. অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (J.S.C) পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষা সংশিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। সকল পরীক্ষায় মুখস্থকে নিরুৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে। অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগ ভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৭. যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণির শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর আন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল জন্ম তারিখসহ উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৮. দশম শ্রেণি শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (S.S.C) পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণির শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (H.S.C) পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৯. মাদরাসার ক্ষেত্রে জুনিয়র দাখিল, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সকল ধারার জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে অন্যান্য ধারার সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্র অনুসরণ করা হবে।

১০. মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সে বিষয়ে/বিষয় দুইটিতে দুইবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তিত হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, তবে কোনো অন্তবর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না।

১২. শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে আন্তঃবোর্ড বদলির ব্যবস্থা করা হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত রাখা হবে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা

১৪. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রয়োজনে অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকবে। মুখস্থ বিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করে আত্মস্থ করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূল্যায়ন পদ্ধতি আধুনিকীকরণ করে যথাযথ মূল্যায়ন করবে।

১৫. পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য করা হবে।

www.pathagar.com

১৬. ধারাবাহিক মূল্যায়ন, হোমওয়ার্ক, মিড টার্ম পরীক্ষায় আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

১৭. বিভাগীয় কমিটি এবং ফ্যাকাল্টি ডিন পরীক্ষার মূল্যায়ন বিষয়টিকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখবেন।

১৮. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গ্রেডিং এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে এক ও অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হবে।

সকল স্তরে প্রযোজ্য

১৯. প্রান্তিক ও পাবলিক পরীক্ষাসমূহের তারিখ একাডেমিক বছর শুরু হওয়ার আগেই নির্ধারণ করা হবে এবং তা অনুসরণ করা হবে।

২০. প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

২১. পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান থাকবে এবং যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান করা হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের সম্মানী যুগোপযোগী করা হবে।

২২. গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং প্রভৃতির ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার মান অর্জন বিশেষভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। যারা গাইড বই ও নোট বই তৈরি ও সরবরাহ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে সকল শিক্ষক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া গাইড বই, নোট বই ও কোচিং-এর অপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করা হবে।

২৩. পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকদের আরো উদ্যোগী হতে হবে। এই বিষয়ে সময় সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা হবে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদেরকে নকলের পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আলোচনা সভা ও প্রকাশনার আয়োজন করবে। যারা নকল করবে এবং যারা সাহায্য করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২৪. গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার পর মেধা তালিকা নেই। তবে স্নাতক (সাধারণ এবং অনার্স) পর্যায়ে যারা গড়ে সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও বিশেষ স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হবে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

২২ শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

অনেক সময় বহু সমস্যার আবর্তে অনেক শিক্ষার্থী অত্যাচারিত, বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, ফলে অনেকের জীবন নষ্ট হয়। তাই শিক্ষার্থী নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা হবে। তা করা হলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার এবং শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার পরিবেশ উন্নত করা যাবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীকল্যাণ ব্যবস্থা ও নির্দেশনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নয়নে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা।
- নারীপুরুষ, জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে সবাই পূর্ণ মানবাধিকার সম্পন্ন মানুষ, এই বোধ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে উজ্জীবিত করা।
- শিক্ষার সকল পর্যায়ের পাঠক্রমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরো ব্যাপক উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা/জোরদার করা।
- প্রয়োজন-নির্ধারণ করে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা প্রদান করা।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয়ভার লাঘব করে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ও পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশল

১. শিক্ষার্থী কল্যাণ এবং উপদেশ-সেবা সকল শিক্ষা স্তরে চালু/শক্তিশালী করা হবে।

২. সর্বস্তরের শিক্ষক উপদেষ্টাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. পাঠ্যাতিরিক্ত কার্য্যক্রম (যথা– খেলাধুলা, বিতর্ক, বইপড়া, রচনা প্রতিযোগিতা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা ইত্যাদি)-এ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও সহায়তা করা হবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল ধারার শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে ।

৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করার জন্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থা / ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করা হবে।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টিকর দুপুরের খাবার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগসহ সমৃদ্ধ চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে।

www.pathagar.com

৭. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কর্মদল গঠন করা হবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৮. কর্তৃপক্ষের সাহায্য, নাগরিকদের দান, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অনুদান নিয়ে প্রতি শিক্ষায়তনে ছাত্রকল্যাণ তহবিল গঠন করে অভাবগ্রস্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৯. প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যায়ামগার তৈরির পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তা কোন স্তরে কী আকারের ও পর্যায়ের হবে তা একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

১০. যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি বিদ্যমান আছে সেগুলোকে আরও জোরদার করা হবে। শিক্ষার্থীদের পরামর্শক-শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকর নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি চালু করা হবে।

১১. প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করা এবং থাকলে তা অব্যাহত রাখা ও জোরদার করা হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতমানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং থাকলে তা অব্যাহত রাখা এবং মানোন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থীকল্যাণ কাজে পরামর্শক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষার্থী কল্যাণ নির্দেশনা ও পরামর্শকেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

২৩ শিক্ষার্থী ভর্তি

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

একজন শিক্ষার্থীকে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে তাকে তার মেধা ও মননের উপযোগী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর আঞ্চলিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তে তার মেধা ও প্রবণতা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির মাপকাঠি হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। কোনো কোনো স্কুলে ভর্তি করার জন্যে কোমলমতি শিশুদের নানারকম তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করে প্রথম শ্রেণিতেই বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হবে। প্রাথমিক উত্তর সকল পর্যায়ে ভর্তির জন্য নীতিমালা তৈরি করা হবে এবং সেগুলো অনুসরণ করা হবে।

প্রসঙ্গতঃ যে কোন পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিচিতিতে মাতা-পিতা উভয়ের নাম অথবা আইনগত অভিভাবকের নাম উল্লেখ করা হবে এবং প্রাথমিক পরীক্ষা পাসের সনদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এদের নাম থাকবে।

কৌশল

১. প্রত্যেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথ নীতিমালা নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করবে। এতে ভাষা (বাংলা ও ইংরেজি) এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে। পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষায় অর্জিত ফলাফলকে ভর্তির ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং সেটি মূল্যায়নের বিধিমালা থাকবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের মূল্যায়ন বিধিমোতাবেক করা হবে। পাশাপাশি নির্বাচনী পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা ও তদারকির ভিত্তিতে নেওয়া যাবে। নির্বাচনী পরীক্ষা ভাষা (বাংলা এবং ইংরেজি) এবং শিক্ষার্থীর নির্বাচিত বিষয় ভিত্তিক হবে।

৩. নীতিগতভাবে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা থাকবে না তবে যেসকল বিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা অপেক্ষা ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হবে সেসকল বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী যে সকল শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে কোড পদ্ধতি অবলম্বন করে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের শিক্ষক -শিক্ষার্থী অনুপাত বিবেচনায় আনা হবে। এই বিবেচনায় নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না।

www.pathagar.com

২৪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা।

দেশে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী। তাই আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছে না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এইচ.এস.টি.টি.আই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজেই বিএড ডিগ্রি দেওয়া হয়। কয়েকটি প্রশিক্ষণ কলেজে এমএড ডিগ্রিও প্রদান করা হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও দূর শিক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর বিএড ডিগ্রি প্রদান করছে। এছাড়া ১০৬ টি বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোতে ভৌতব্যবস্থা, প্রশিক্ষকের মান এবং প্রদত্ত প্রশিক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়। তাই প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিখন-শিখানো কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সময়ের সঙ্গে যুগোপযোগীকরণে সহায়তা দান।
- শিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুণাবলি জাগ্রত করা।
- শিক্ষকদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের জরুরি সমস্যাগুলোর সাথে পরিচিত করা এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করা।
- শিক্ষকদের আচরণিক দক্ষতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।
- শিক্ষণের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধি করা।
- গবেষণা পত্র তৈরি ও প্রতিবেদন পেশের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনে সহায়তা করা।
- সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্ত্বা, আর্থ-সামাজিক শ্রেণির শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দিয়ে পাঠদানে উৎসাহিত করা।
- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বা এবং প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বিশেষ শিখন চাহিদা অনুসারে শিখন সেবা প্রদানের কলাকৌশল অর্জনে সহায়তা করা।
- সমস্যাদি বিশ্লেষণে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় সকল স্তরের শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এর সর্বোচ্চ অনুশীলনে উৎসাহিত করা।
- দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন থেকে কার্য সম্পাদনের জন্য শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করা।
- গবেষণা কাজে অংশগ্রহণের জন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং গবেষণা কাজে উৎসাহিত করা।

www.pathagar.com

কৌশল

১. নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য দুই মাসের বুনিয়াদি ও কলেজ শিক্ষকদের জন্য চারমাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের কাজে যোগদানের তিন বছরের মধ্যে যথাক্রমে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন ও বিএড কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

২. শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ করা হবে।

৩. প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম সি-ইন-এড পরিবর্তন করে নতুন কার্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। এ কার্যক্রমের মেয়াদ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ মাস করা হবে। নতুন কার্যক্রমে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের আধুনিক কলা-কৌশল সংযোজন করা হবে। ইন্টার্নসিপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যবহারিক পাঠদানের মেয়াদ দুই পর্যায়ে কমপক্ষে নয় মাস করা হবে।

৫. সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)এ দেওয়া হচ্ছে এবং এটি চলমান থাকবে। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিক্ষককে তিন বছর অন্তর বিষয়ভিত্তিক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবান করার জন্য প্রত্যেক বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৬. শিক্ষা প্রশাসনে যোগ্য ও আত্মবিশ্বাসী কর্মকর্তা সৃষ্টির জন্য চাকরির মধ্য ও উচ্চ স্তরে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭. বেসরকারি বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দকেও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এইচএসটিটিআই-তে বর্তমানে চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ জোরদার করা হবে।

৮. দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান সমপর্যায়ে উন্নীত করা এবং সেগুলোতে যথাযথ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কর্মকর্তাদের সমপর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে বদলির ব্যবস্থা করা হবে।

৯. প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

১০. প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে।

১১. সকল শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হবে যাতে সকল একাডেমিক স্টাফ এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী রাখতে পারেন।

১২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে। কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তা বিশেষ ব্যবস্থায় দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৩. বিভিন্ন পর্যায়ের ও ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

১৪. শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড শুধু পেশাগত দাবি আদায়ের মধ্যে নিয়োজিত না রেখে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

১৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করা হবে।

১৬. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১৭. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকর এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের স্বার্থে নিম্নমানের বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিরুৎসাহিত করে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন পূর্ণ আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

২৫ শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

বাস্তবতা ও দিকনির্দেশনা

প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকতায় আগ্রহী এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয় গভীরভাবে বিবেচনাপূর্বক পুনর্বিন্যাস করা হবে যাতে তারা যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। একই সাথে শিক্ষকদের অধিকারের সঙ্গে তাদের দায়িত্বের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। শিক্ষকদেরকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পাঠদানসহ তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ ও মান যাতে উন্নত হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

কৌশল

১. সামাজিক বাস্তবতা সামনে রেখে সকল স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা এবং দায়-দায়িত্বের বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করে তা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়টির দুইটি বিশেষ দিক রয়েছে :

- শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ঃ শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা শুধুমাত্র সুবিন্যস্ত বাক্য গাথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকৃত অর্থে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া না হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব নয়। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মদক্ষ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এক একজন সফল অবদানকারী হিসাবে গড়ে তোলা জরুরি। এজন্য শিক্ষকদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, শিক্ষাখাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ শিক্ষকদের দেওয়া হবে। আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে।
- শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব ঃ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দক্ষতা, মর্যাদা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ জরুরি। তাদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা মূল্যায়নের অব্যাহত ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষার সকল স্তরের জন্য উপর্যুক্ত দুইটি বিষয়ে অর্থাৎ মর্যাদা ও বেতনভাতাসহ সুযোগ-সুবিধার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সুপারিশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতিনিধিত্ব সংবলিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে।

২. মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোনো ক্ষেত্রেই বৈষম্য রাখা হবে না। সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৩. শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা এবং শিক্ষার সকল পর্যায়ে তাদের শিক্ষকতার মান বিবেচনায় আনা হবে। সেজন্য শিক্ষকতার মান নির্ণয় করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। গৃহীত প্রশিক্ষণও শিক্ষার সর্বস্তরে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গলোতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উন্নতমানের প্রকাশনা ও গবেষণা এবং গৃহীত প্রশিক্ষণ বিবেচনায় নেওয়া অব্যাহত থাকবে।

www.pathagar.com

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে বিশেষ অবদান, মৌলিক রচনা ও প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের সম্মানিত ও উৎসাহিত করা হবে।

৫. মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পদায়ন করা হবে এবং তাঁদের পদোন্নতির সুযোগ থাকবে।

৬. শিক্ষক সংগঠনগুলোর উচিত শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং এ নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে সরকারও একটি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

৭. দায়িত্ব পালনকালে পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করতে গিয়ে শিক্ষকগণকে যাতে সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতিকারীদের হামলার মুখোমুখি হতে না হয় সে লক্ষ্যে তাদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮. পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে এবং বিধিসম্মতভাবে প্রয়োগ করা হবে।

৯. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ছুটির সময় ব্যতীত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত করা হবে না।

১০. সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্যান্যদের মতো অর্জিত ছুটির ব্যবস্থা থাকবে।

১১. শিক্ষার্থীদের মনে সুকুমারবৃত্তির অনুশীলনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্য, নিজ ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন; কুসংস্কারমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত বিনির্মাণের ব্রত নিয়ে শিক্ষকবৃন্দ মনোযোগ সহকারে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কিত কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। এজন্য শিক্ষকবৃন্দের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নের সময়সূচি অনুসারে তাঁদেরকে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে কার্যসম্পাদন করতে হবে–

শিক্ষার স্তর	শ্রেণি	সময় বিন্যাস				
		সাপ্তাহিক মোট কার্য ঘন্টা	পাঠদান	শিক্ষার্থী পরিচালনা ও সংশোধন	অনুশীলনী তৈরি	অন্যান্য কাজ
প্রাক-প্রাথমিক	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি	২৪	১২	৬	৩	৩
প্রাথমিক	প্রথম থেকে পঞ্চম	৩৬	১৮	৬	৮	৪
	ষষ্ঠ থেকে অষ্টম	৪০	২৪	৬	৬	৪
মাধ্যমিক	নবম থেকে দ্বাদশ	৪০	২৪	৬	৬	৪

www.pathagar.com

২৬ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা হবে। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হবে পাঠ্যপুস্তক। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা হবে যে প্রকৃত শিক্ষা যেন জীবনঘনিষ্ঠ হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়।

কৌশল

ক. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নির্ধারিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই হবে এক ও অভিন্ন। সব রকম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় তা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবে।

২. সর্বস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সামাজিক, মানবীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা ও সঠিক ইতিহাস এবং দেশে বিরাজমান পারিপার্শ্বিকতা, মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।

৪. প্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষাক্রম দেশজ আবহের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনঘনিষ্ঠ ও অত্যাবশ্যক শিখনক্রমের (essential learning continuum) ভিত্তিতে রচিত হবে।

৫. জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং মানবিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে যেন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তার ব্যবস্থা থাকবে এবং আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় এবং শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে তার প্রতিফলন ঘটানো হবে।

৬. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাতে সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তা উৎসাহিত করে এবং নতুন নতুন গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাবলীলভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা হবে।

www.pathagar.com

খ. পাঠ্যপুস্তক

১. সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকে উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা, সঠিক ইতিহাস এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বীরত্ব কাহিনি যথার্থ উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ পর্যায়ক্রমে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিনামূল্যে যথাসময়ে বিতরণে অনুসৃত নীতি অব্যাহত থাকবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে মুদ্রণ ও যথাযথভাবে সঠিক সময়ে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্হা করা হবে।

৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সম্মানী প্রদান করা হবে। বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য লেখকদেরকে বই লেখার জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হবে।

৬. উচ্চশিক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করা হবে।

৭. পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনের জন্য মৌলিক ও বাস্তবভিত্তিক গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

৮. পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

৯. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার সঠিক বিকাশ, ক্রমঅগ্রগতি ও জ্ঞানের আধুনিকতাকে বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই নির্বাচন করা হবে।

১০. প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই যাতে সহজে শিক্ষার্থীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

গ. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নীতিমালা

১. বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে নির্দেশনা বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে রয়েছে বাস্তবতার আলোকে তা পরিবর্তন করা হবে।

২. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে নীতিমালা নির্দেশ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হবে।

ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল দিয়ে সমৃদ্ধ করা হবে।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে।

www.pathagar.com

২৭ শিক্ষা প্রশাসন

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনের ওপর। শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং নাগরিকগণের জন্য শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য যথাযথ কর্মসূচি এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রশাসনকে আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। শিক্ষা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং জাতীয় অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় নতুন জ্ঞান উদ্ভাবনে সক্ষম করে তোলা;
- শিক্ষা প্রশাসনের সকল স্তরে জবাবদিহিতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রশাসনের কার্যকরিতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতিমুক্তকরণ;
- শিক্ষা প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নকরে শিক্ষার মানোন্নয়ন;
- দেশের সকল এলাকায় সকল মানুষের জন্য শিক্ষার সুষম সম্প্রসারণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধন;
- দেশের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন জনসম্পদ তৈরি।

কৌশল

শিক্ষা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নের কৌশলগুলো অবলম্বন করা হবে–

১. **সমন্বিত শিক্ষাআইন প্রণয়ন**

শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলি একত্রিত করে এ শিক্ষানীতির আলোকে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষাআইন প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২. **স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন**

সময়ের প্রয়োজনে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতির পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত, তথ্যপ্রযুক্তি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত সংবিধিবদ্ধ একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর পরামর্শদানকারী সংস্থা হবে। বিভিন্ন স্তর ও ধারায় শিক্ষানীতির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়ন কীভাবে হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা, এতদসংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকার ও জাতীয় সংসদের কাছে উপস্থাপন করা ও সুপারিশমালা প্রদান করা হবে এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। শিক্ষানীতির সময়োপযোগী পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সুপ্যারিশ তৈরি করাও এই কমিশনের দায়িত্ব হবে।

www.pathagar.com

৩. শিক্ষানীতির আওতাধীন ও এম.পি.ও.ভুক্ত সকল ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বদলি ও পদোন্নতি

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, নিয়োগকৃত শিক্ষকদের মানোন্নয়ন এবং সীমিত জাতীয় সম্পদের সদব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কতিপয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে–

- সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদরাসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা ও কলেজের জন্য মেধাভিত্তিক ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।
- বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন এর মাধ্যমে দ্রুত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নির্বাচন করে এলাকাভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা হবে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার নিরিখে (উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন, মৌলিক গবেষণা কর্ম, শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নয়ন ইত্যাদি) প্রতিযোগিতামূলকভাবে উচ্চতর পদে নিয়োগ প্রদান করা হবে, যেমন প্রভাষক হতে সহকারী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক পদে। বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিমালার আওতায় এ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। বেতনবৃদ্ধি সফল প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত হবে। বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষকদের মৌলিক সুবিধাদি নিশ্চিত করে অন্যান্য সুবিধাদি অর্জিত যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত করা হবে ;
- বেসরকারি মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) নামক একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা রয়েছে। পৃথক বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলে NTRCA–এর আবশ্যকতা থাকবে না ফলে একে বিলুপ্ত করা হবে;
- সকল পর্যায়ের সকল ধারার সকলস্তরের এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষকগণের চাকুরি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় বদলিযোগ্য হবে। সরকারি প্রয়োজনে এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষকগণকে সমধারার সমস্তরের প্রতিষ্ঠানে সমপর্যায়ের পদে বদলি করা হবে;
- সকল পর্যায়ে সকল ধারার শিক্ষকদের নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে।

৪. এক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন

দেশে বর্তমানে বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্নাতক ও পরবর্তী) মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনায় সক্ষম কি-না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি-না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পড়াবার যথাযথ ব্যবস্থা আছে কি-না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন জরুরি। স্বাস্থ্য, প্রকৌশল এবং কৃষিশিক্ষা প্রদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

অপর দিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মান-নির্ণয় এবং সেই ভিত্তিতে প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করা হবে।

উপর্যুক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি এক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

www.pathagar.com

এক্রেডিটেশন কাউন্সিল-এর সংগৃহীত তথ্যাবলি ও এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত বাৎসরিক সমীক্ষা (প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শাখাসমূহের ভিত্তিতে) ও প্রদত্ত মূল্যায়নের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যথাযথ ব্যবস্থা (যেমন, উচ্চমান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান, যথাযথ মানসম্পন্ন নয় এমন প্রতিষ্ঠানকে মানোন্নয়নে সহায়তা করা এবং কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা ইত্যাদি) গ্রহণ করবে।

৫. **প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক এর অফিস স্থাপন**

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করছে কিনা তা নজরদারির জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উপর অর্পিত বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নজরদারির কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারছে না।

দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে সক্ষম কি-না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি-না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন জরুরি। এ পর্যায়ে স্বাস্থ্য, কৃষি এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক মান নির্ণয়পূর্বক প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করা হবে।

উপর্যুক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক এর অফিস স্থাপন করা হবে।

প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক সংগৃহীত তথ্যাবলি ও এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত বাৎসরিক সমীক্ষা (প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শাখাসমূহের ভিত্তিতে) ও প্রদত্ত মূল্যায়নের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যথাযথ ব্যবস্থা (যেমন, উচ্চমান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান, যথাযথ মানসম্পন্ন নয় এমন প্রতিষ্ঠানকে মানোন্নয়নে সহায়তা করা এবং কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা ইত্যাদি) গ্রহণ করবে।

প্রধান শিক্ষা-পরিদর্শক দ্বারা প্রণীত রিপোর্টটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবে। প্রতিষ্ঠানওয়ারি অর্থবরাদ্দের ক্ষেত্রে এ রিপোর্ট বিবেচনা করা হবে।

প্রধান শিক্ষা-পরিদর্শকের অফিস স্থাপন করা হলে বর্তমান ডি আই এ অফিস পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে। পুনর্গঠিত ডি আই এ অফিস শুধুমাত্র আর্থিক অডিট পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে এবং এ বিষয়ে পেশাজীবীদের প্রেষণ অথবা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে অফিসটি পরিচালনা করা হবে;

৬. শিক্ষা প্রশাসনে বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে দুইটি পৃথক অধিদপ্তর যথাক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অধিদপ্তর গঠন করা হবে।

শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত সকল সংস্থার জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করে তা যথাযথভাবে পালনের জন্যে লোকবল ও অর্থবল এর ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে;

৭. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে।

www.pathagar.com

৮. শিক্ষা ক্যাডারের উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ

অধিকাংশ সরকারি কলেজে শিক্ষকের পদ প্রয়োজনের চাইতে কম। কলেজসমূহে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক পদায়ন নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি কলেজসমূহে বিষয় এবং স্তর অনুযায়ী অভিন্ন জনবল কাঠামো নিশ্চিত করা হবে।

শিক্ষা ক্যাডারে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের জন্য তেমন কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা নেই। এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের ফলে বেতনবৃদ্ধির যে ব্যবস্থা রয়েছে তা যথেষ্ট নয়। নিজ নিজ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন, এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষকদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনার্স এবং মাস্টার্স কলেজসমূহে পদায়নসহ বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক পদে কর্মরত কোন কর্মকর্তা একাডেমিক ব্যুৎপত্তি অথবা নতুন উদ্ভাবনীর জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হলে বিশেষ আর্থিক সুবিধা এবং পদমর্যাদা পাবেন।

শিক্ষা ক্যাডার পরিচালনায় আধুনিক ব্যবস্থাপনার রীতি অনুসরণ করা হবে। শিক্ষকগণের মূল্যায়নের জন্য প্রচলিত এ.সি.আর. ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা হবে এবং পারফরমেন্সভিত্তিক মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রচলন করা হবে। পারফরমেন্সভিত্তিক মূল্যায়নের উপযুক্ত রিপোর্টিং ফরম্যাট উদ্ভাবন করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিমওয়ার্ক বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির মূল্যায়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং-এর উপর নাম্বার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রত্যেক শিক্ষক এবং তার সুপারভাইজার মিলে শিক্ষকের জন্য বার্ষিক, ষান্মাসিক ও ত্রৈমাসিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষকগণের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার সাথে সাথে পারফরম্যান্স গুরুত্ব পাবে। জ্যেষ্ঠতার কারণে একজন শিক্ষক পদোন্নতির জন্য অগ্রে বিবেচিত হবেন তবে শুধুমাত্র উপযুক্ত পারফরম্যান্স এর অধিকারী হলে পদোন্নতি পাবেন। পারফরম্যান্স ভিত্তিক পদোন্নতি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

শিক্ষার স্তরভিত্তিক কতিপয় কৌশল

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা হবে। এতে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা হবে।

কৌশল

১. প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দিয়ে কার্যকর করে তোলা হবে। নারী অভিভাবকের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি গঠন করে এবং এটিকে অধিকতর কার্যকর করে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও এর মানোন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হবে ;

২. শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। তাই শিক্ষক নির্বাচন কমিশন-এর মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে;

৩. শিক্ষকদের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রধান শিক্ষক করবেন। প্রধান শিক্ষকের কাজের মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে জোরদার করা হবে;

৪. বিদ্যালয়গুলোর পরিবীক্ষণ আরো কার্যকর করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা হবে।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা

আধুনিক যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রশাসন ছাড়া শিক্ষার সফল প্রসার ও মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা প্রশাসনকে প্রয়োজনানুসারে সংস্কার করা হবে। স্থানীয় জনসাধারণকে এই প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে।

কৌশল

১. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি জেলার অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সুসামঞ্জস্য করা হবে;

২. বিদ্যালয়/কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে অধিকতর ক্ষমতা দিয়ে আরো জোরদার করা হবে। অভিভাবক, স্থানীয় শিক্ষা অনুরাগী ও নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হবে;

৩. একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রতিটি বিদ্যালয় প্রতি মাসে অন্তত একবার বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়;

৪. অধিদপ্তরে বর্তমান EMIS কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ করে আধুনিকীকরণ করা হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার জন্য এর কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে এবং তাতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হবে।

৫. স্কুলম্যাপিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে একাডেমিক স্বীকৃতি এবং এম, পি, ও-ভুক্তির অনুমোদন প্রদান করা হবে;

৬. সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণার্থে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমান সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতার আলোকে মূল বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সরকার থেকে প্রদান করা হবে;

৭. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ ট্রাস্ট, চিকিৎসা ব্যয়, অকালমৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা, পেনশন, অবসরকালীন এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা জোরদার করা হবে;

৮. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরি। এই নীতিমালায় জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত বিধি-বিধান থাকবে যাতে কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। একই সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে;

৯. যে সকল উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ নাই সেসকল উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১১. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যানুপাতে সরকারি স্কুল, কলেজ, টি টি কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তরে প্রয়োজনানুসারে কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে;

www.pathagar.com

১২. ব্যক্তি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় আনা প্রয়োজন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সমতার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে;

১৩. জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জনকারী উচ্চমান সম্পন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ সরকারি সহায়তা প্রদান করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রশাসন

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এ দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব প্রদান করবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান যাতে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসনে স্থিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচিত। সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প, নতুন বিভাগ খোলা, বর্তমান বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে নতুন পদসৃষ্টি, নতুন বিভাগ, কেন্দ্র বা ইনস্টিটিউট খোলা এবং নির্ধারিত সংখ্যার অধিক শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নিতে হবে। উচ্চশিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আইন-এর মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে দূর করা হবে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত, এর সকল কর্মকান্ড স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাভিত্তিক হতে হবে। এলক্ষ্যে মঞ্জুরী কমিশন আইন প্রয়োজনীয়ভাবে সংশোধন করা হবে।

২. সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকান্ড, কর্মপরিধি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা এবং শিক্ষার মান সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিবীক্ষণের দায়িত্বে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ক্ষেত্রবিশেষে অন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করবে যাতে অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্বভার শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত না করে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১. অনুমোদনকারী ও প্রশিক্ষণদানকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও ব্যাপকতা বিশাল হওয়ায় এর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে কেন্দ্র স্থাপন করে এর কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরি প্রতীয়মান হওয়ায় দ্রুত এই কাজ সম্পন্ন করা হবে। কেন্দ্রগুলোকে বিধিবদ্ধভাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হবে। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এক্ষেত্রে জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ নিবে;

২. গাজীপুরে অবস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস-এর দিকনির্দেশনা ও তদারকিতে বিভাগীয় কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হবে। এই কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্র হিসাবেও দায়িত্ব পালন করবে। পরবর্তীতে এসকল কেন্দ্রকেও স্ব স্ব এলাকার জন্য পৃথক পৃথক এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে।

www.pathagar.com

২৮ শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ

১. যে কোনো স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাজীবনে লব্ধ শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কারিগরি দক্ষতা ও শ্রমবাজারের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর জন্য দ্রুত শ্রম বাজারে কারিগরি দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার চাহিদা ও সরবরাহ জরিপ করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে জরিপ অব্যাহত রাখা হবে।

২. জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের তাৎক্ষণিক চাহিদা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থ ও উপকরণ বরাদ্দ ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে চাহিদাসম্পন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৩. দেশে মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি জনবলের চাহিদা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। এ সকল ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হতে পারে। তবে আর্থ-সামাজিক ও বিভিন্নভাবে পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে আসা ছেলেমেয়েরা যাতে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তার সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকবে ।

৪. পর্যায়ক্রমে সকল স্তরে শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষালব্ধ দক্ষতা ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন জনশক্তির চাহিদার সমন্বয় বিধানের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রণয়ন করা হবে।

৫. শিক্ষাস্তর ও ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্তপূরণসাপেক্ষে (যেমন– প্রশাসনিক ও ভৌত কাঠামো, ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, ছাত্র বেতন ও শিক্ষক পারিশ্রমিক, অর্থায়ন, শিক্ষাক্রম, সহশিক্ষাক্রম, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি) যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিবছর বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষিত হিসাবের অনুলিপি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হবে।

৬. যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান চার্চ, ট্রাস্ট ও দেশি-বিদেশি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বিশেষ বিবেচনায় বরাদ্দ দেওয়া হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত হতে হবে এবং শিক্ষার স্তরভিত্তিক প্রযোজ্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। তবে বর্তমানে অধিক হারে বেতন আদায়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বেতন আদায়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করা হবে। চাঁদা আদায়ের বিষয়টিও নীতিমালার আওতায় আনা হবে।

৭. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্নমুখী বিচ্যুতি ও অসঙ্গতির কারণে শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। যথোপযুক্ত প্রতিকারের উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য ক্ষতিকর এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও নিরুৎসাহিত করে এর অবসান ঘটানো হবে।

www.pathagar.com

৮. জরিপে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদরাসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ও বিদ্যালয়ে সরকার কর্তৃক দেয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসকল ভুয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও লোককে চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে, প্রয়োজনে জোরদার করা হবে।

৯. শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলভিত্তিক রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা জরুরি। এই লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

১০. শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর জন্য আচরণবিধি তৈরি করা এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পৃথক পৃথক উপযুক্ত কমিটি গঠন করে দ্রুত আচরণবিধি তৈরির কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। শিক্ষার কোনো স্তরেই শিক্ষার্থীরা যেন কোনোভাবেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মুখোমুখি না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

১১. ব্যাংক, বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে উৎসাহিত করা হবে।

১২. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মচারী (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি)-র সংখ্যা; প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং তাঁদের কাজের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ করা হবে। এর জন্য একটি নীতিকাঠামো তৈরি করা হবে।

১৩. কর্মচারীদের চাকরির নিয়মাবলি তৈরি করে তা বিধিবদ্ধ করা হবে এবং যাঁরা চাকরিতে আছেন তাঁদেরকে তা অবগত করা হবে। আর যাঁরা পরে কাজে যোগদান করবেন তাঁদেরকে নিয়োগপত্রের সঙ্গে নিয়মাবলি লিখিতভাবে জানানো হবে। তাঁদের বেতনকাঠামো যুগোপযোগী করা হবে।

১৪. সর্বপর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য একত্র করে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক একটি সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে সহজে তা ব্যবহার করার সুযোগ পায় সেরকম ব্যবস্থা করা হবে। এ সকল তথ্য হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS)-কে এই লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি, নেটওয়ার্কিং, অর্থ ও জনবল দিয়ে আরো শক্তিশালী করা যায়। তবে কার্যকর তদারকির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাতে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি উদ্যোগেও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার সৃষ্টি উৎসাহিত করা হবে।

১৫. বাংলা ভাষার উন্নয়নে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং ব্যাপকভাবে বিদেশি ভাষার আধুনিক বই, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন শাখার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই বাংলায় অনুবাদ করার জন্য বাংলা একাডেমীকে উৎসাহিত এবং লোকবল ও অর্থবল দিয়ে সহায়তা করা হবে।

১৬. বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করার জন্য স্থাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে কার্যকর ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৭. শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব, পর্যায়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করা হবে।

www.pathagar.com

সংযোজনী - ১

বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান

১৭. রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৮. ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

www.pathagar.com

সংযোজনী - ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ৪/শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ তারিখ ২৩-১২-১৪১৫ বঙ্গাঃ/০৬-০৪-২০০৯ খ্রিঃ দ্বারা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন । দুই জন কো-অপট করা সদস্যসহ কমিটির চূড়ান্ত গঠন নিম্নরূপ :

কমিটি	
চেয়ারম্যান	**জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী**
কো-চেয়ারম্যান	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
সদস্য-সচিব	অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা ।
সদস্য	অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
	অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশীদ উপাচার্য, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
	অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
	অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ।
	অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
	অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
	অধ্যাপক ড. জারিনা রহমান খান লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
	অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
	অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, ঢাকা
	জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমেদ অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত)
	জনাব মোঃ আবু হাফিজ অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত)
	মাওলানা অধ্যাপক এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা ও সিলেট
	বেগম নিহাদ কবির ব্যারিস্টার, সিনিয়র পার্টনার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস
	অধ্যক্ষ এম. এ আউয়াল সিদ্দিকী সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
	অধ্যাপক শাহীন মাহবুবা কবীর ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com